বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

minland.gov.bd www land.gov.bd www minland.gov.bd

ভূমি সেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

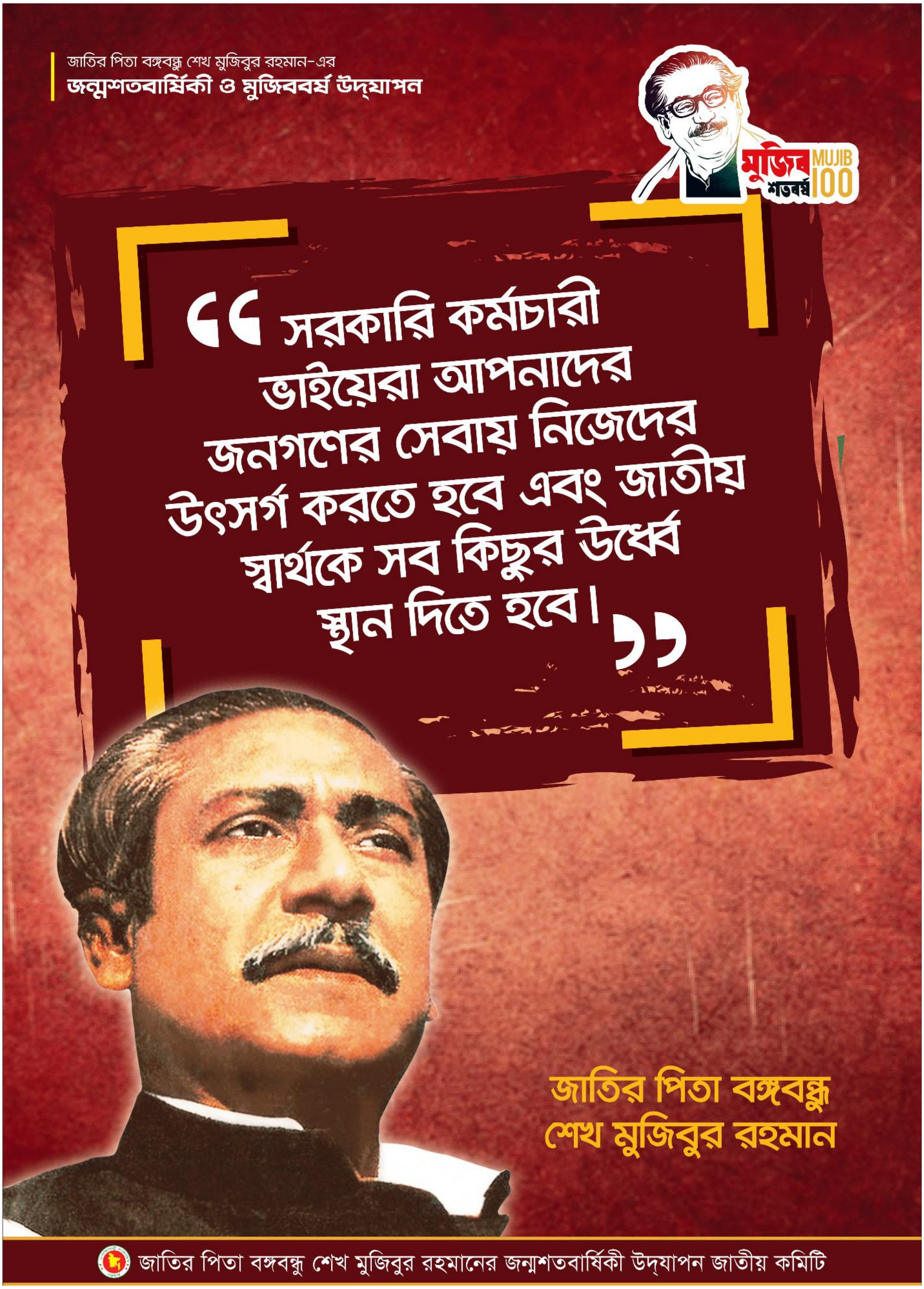
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
"সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।"
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশনা তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	-	সভাপতি
২। এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১)	-	সদস্য
৩। মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১)	-	সদস্য
৪। কবীর মাহমুদ , উপসচিব (অধিগ্রহণ-১)	-	সদস্য
৫। এস. এম. গোলাম রব্বানী, উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-১)	-	সদস্য
৬। সেলিম আহমদ, উপসচিব (ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেল)	-	সদস্য
৭। এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম, উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-৩)	-	সদস্য
৮। মো: আবু হাসান সিদ্দিক, সচিবের একান্ত সচিব	-	সদস্য
৯। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-০৪)	-	সদস্য
১০। সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

সাচিবিক সহযোগিতায়

প্রশাসন শাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর, ২০২২

মুদ্রণ

-- ----, ২০২২

প্রকাশনায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান....................I
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা....................III
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশনা তথ্য....................V
সূচিপত্র....................VI
চার্ট ও টেবিল....................IX
ছবি....................X
প্রথম অধ্যায়....................১
এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়....................১
১.১ ভূমিকা....................১
দ্বিতীয় অধ্যায়....................৩
২০২১-২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি....................৩
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা....................৩
২.২ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি সেবা উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:....................৬
২.৩ ২০২১-২২ অর্থ বছরে চুক্তি/সমঝোতা স্বারক সাক্ষর:....................১৭
২.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরে আইন ও বিধি-বিধান খসড়া তৈরি কার্যক্রম:....................১৯
২.৫ ২০২১-২২ অর্থ বছরে পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/পত্র/গণবিজ্ঞপ্তি:....................২০
২.৬ ২০২১-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয়....................২১
২.৭ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম....................২২
২.৮ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম....................২৩
২.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা....................২৬
তৃতীয় অধ্যায়....................২৮
ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ....................২৮
৩.১ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি....................২৮
৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন....................২৮
১.৩.১ রূপকল্প (Vision)....................২৮
১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)....................২৮
৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)....................২৯
১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ....................২৯
১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ....................২৯
১.৪.৩ কার্যাবলি....................২৯
৩.৪ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:....................৩২
৩.৪.১ প্রশাসন-....................৩২
৩.৪.২ খাসজমি....................৩২
৩.৪.৩ সায়রাত-....................৩৩
৩.৪.৪ আইন-....................৩৩
৩.৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা....................৩৪
৩.৪.৬ জরিপ....................৩৫
৩.৪.৭ অধিগ্রহণ-....................৩৫
৩.৪.৮ উন্নয়ন....................৩৫

৩.৪.৯ ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেল ৩৭
৩.৪.১০ অন্যান্য ৩৭
৩.৫ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ৩৮
চতুর্থ অধ্যায় ৪০
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার নিয়মিত কার্যক্রম ৪০
৪.১ প্রশাসন ৪০
৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): ৪১
৪.১.২ শূন্যপদের বিন্যাস সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): ৪১
৪.১.৩ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ: ৪২
৪.১.৪ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা ৪৩
৪.১.৫ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি: ৪৩
৪.১.৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা: ৪৪
৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা) ৪৫
৪.৩ খাসজমি ৪৬
৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত ৪৭
৪.৩.২ চা বাগান ৪৮
৪.৪ সায়রাত মহল ৪৯
৪.৪.১ জলমহাল ৫০
৪.৪.২ হাট-বাজার ৫১
৪.৪.৩ বালুমহাল ৫১
৪.৪.৪ চিংড়িমহাল ৫২
৪.৪.৫ লবণ মহাল ৫৩
৪.৫ আইন ৫৪
৪.৫.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম ৫৪
৪.৬ বাজেট ও নিরীক্ষা ৫৬
৪.৭ জরিপ ৫৮
৪.৮ অধিগ্রহণ ৬০
৪.৮ উন্নয়ন ৬১
৪.৮.১ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি ৬১
৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী ব্যয় ৮০
পঞ্চম অধ্যায় ৮২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ৮২
৩.১ ভূমিকা ৮২
ষষ্ঠ অধ্যায় ৮৫
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর ৮৫
৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড ৮৫
৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ৮৫
৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৮৫
৫.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কর্মদায়িত্ব ৮৫
৫.১.৪ ভূমি সংস্কার ২০২১-২২ এ প্রধান কর্মকান্ড ৮৬
৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড ৮৮
৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি ৮৮
৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৮৯
৫.২.৩ কার্যাবলী ৮৯
৫.২.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম ৮৯
৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৯১
৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি ৯১
৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯১
৫.৩.৩ কার্যাবলী ৯১

৫.৩.৪ ২০২১-২২ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন ৯১
৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) ৯৪
৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি ৯৪
৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯৪
৫.৪.৩ কার্যাবলী ৯৪
৫.৪.৪ ২০২১-২২ কার্যক্রম ৯৫
৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর ৯৬
৫.৫.১ পটভূমি ৯৬
৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯৬
৫.৫.৩ কার্যাবলী ৯৬
৫.৫.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম ৯৬
বিবিধ কার্যক্রমের **ফটোগ্যালারি** ৯৮
পরিশিষ্ট ক Allocation of Business of Ministry of Land ১০১
পরিশিষ্ট খ Ministry Of Land in SDG Mapping ১০৩
পরিশিষ্ট গ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ ১০৫

চার্ট ও টেবিল

ইনফোগ্রাফ ২.১: ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ....................১২
ইনফোগ্রাফ ২.২: ঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd....................১৪
ইনফোগ্রাফ ২.৪: অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর www.ldtax.gov.bd ২৪
ইনফোগ্রাফ ২.৫: সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম....................২৪
ইনফোগ্রাফ ২.৬: ঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd ২৫
ইনফোগ্রাফ ২.৭: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা....................২৭
চার্ট ৩.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম....................৩১
চার্ট ৩.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ৩৮
টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ৪১
টেবিল ৪.২: শূন্যপদের বিন্যাস....................৪১
টেবিল ৪.৩: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ ৪২
টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ৪৩
টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি....................৪৩
টেবিল ৪.৬: সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা....................৪৪
টেবিল ৪.৭: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য ৪৭
টেবিল ৪.৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৪৭
টেবিল ৪.৯: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ....................৪৮
টেবিল ৪.১০: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা....................৪৮
টেবিল ৪.১১: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে রাজস্ব আদায়....................৫০
টেবিল ৪.১২: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়....................৫১
টেবিল ৪.১৩: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৫১
টেবিল ৪.১৪: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৫২
টেবিল ৪.১৫: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়....................৫৩
টেবিল ৪.১৬: ‘ক’ তালিকাভূক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য ৫৫
টেবিল ৪.১৭: ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ৫৫
টেবিল ৪.১৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)....................৫৬
টেবিল ৪.১৯: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০২১-২২) ৫৭
টেবিল ৪.২০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ৬৩
টেবিল ৪.২১: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম ৬৪
টেবিল ৪.২২: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়....................৮০
চার্ট ৪.১: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা....................৮১
টেবিল ৫.১: ‘আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ....................৯২
টেবিল ৫.২: ২০২১-২২ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ ৯৭

ছবি

ছবি ১.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন..... ২
ছবি ২.১: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' গ্রহণ করেন ৩
ছবি ২.২: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন ৪
ছবি ২.৩: ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন.............................. ৫
ছবি ২.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়নের ভূমি অফিস, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি ডাটা ব্যাংক উদ্বোধন উদ্বোধন করছেন ৬
ছবি ২.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা উদ্বোধন করছেন ৭
ছবি ২.৬: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন করছেন....৭
ছবি ২.৭: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ভূমি ভবনে 'শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন... ৮
ছবি ২.৮: ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২-এর উদ্বোধনী.. ৯
ছবি ২.৯: ভূমিসেবা কিয়স্ক উদ্বোধন ১০
ছবি ২.১০: ভ্রমমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র...১০
ছবি ২.১১: ২০২২ সালের জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমিসেবা পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ.......................................১০
ছবি ২.১২: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (প্রথম)..১১
ছবি ২.১৩: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (দ্বিতীয়)...১১
ছবি ২.১৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (তৃতীয়)...১১
ছবি ২.১৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১'...১২
ছবি ২.১৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১'...১২
ছবি ২.১৭: জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ১৩
ছবি ২.১৮: ডাকযোগে সার্টিফাইড খতিয়ান (পর্চা)'র কপি ১৪
ছবি ২.১৯: ডাকযোগে জমির ম্যাপের কপিভূমি মন্ত্রণালয়ের...১৪
ছবি ২.২০: জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির সভা ১৫
ছবি ২.২১: 'এরাবরাক নদী (বদ্ধ)' জলমহাল...১৫
ছবি ২.২২: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার অনুষ্ঠানে ভূমিসেবা স্টলে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী..................................১৬
ছবি ২.২৩: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার অনুষ্ঠানে ভূমিসেবা স্টলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস....১৬
ছবি ২.২৪: ডিজিটাল ভূমিসেবা আউটরিচ পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা ১৬
ছবি ২.২৫: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল ভূমিসেবার উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা..........................১৭
ছবি ২.২৬: 'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন-এর সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর.........................১৮
ছবি ২.২৭: ডাচ বাংলা ব্যাংক-এর সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর...১৮
ছবি ২.২৮: ডাক বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর...১৮
ছবি ২.২৯: ডিপিডিসি'র সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর ১৮
ছবি ২.৩০: 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২' সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা...............................১৯
ছবি ২.৩১: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মানাধীন বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ২২
ছবি ২.৩২: 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম' নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত..................... ২২
ছবি ২.৩৩: ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ লক্ষ্মীপুরে চর পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকা এর অগ্রগতি পরিদর্শন করেন (১১/১১/২১) ২৩
ছবি ২.৩৪: লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রামের ত্রিমাত্রিক সাইট প্ল্যান ২৩
ছবি ২.৩৫: ডিজিটাল ভূমিসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা....................................... ২৫
ছবি ৩.১: 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২২'-এ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৩০
ছবি ৩.২: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় ভূমিমন্ত্রী ৩০
ছবি ৩.৩: ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব ৩৭

ছবি ৩.৪: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন রোডম্যাপ সভা অনুষ্ঠিত ৩৯
ছবি ৪.১: বিজয় দিবস প্যারেডে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সুসজ্জিত বাহন (Tableau) ৪০
ছবি ৪.২: ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় ভূমি সচিব...৪৫
ছবি ৪.৩ হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত খাসজমিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা.......................... ৪৬
ছবি ৪.৪: জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ৪৯
ছবি ৪.৫: ভূমি রাজস্ব আদালতে অনলাইন শুনানি কার্যক্রমের উদ্বোধন...৫৪
ছবি ৪.৬: ১২৭ তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব... ৫৮
ছবি ৪.৭: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩১ তম সভা... ৬০
ছবি ৪.৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভূমিমন্ত্রী.................৬১
ছবি ৪.৯: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা ৬১
ছবি ৪.১০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন.. ৬৫
ছবি ৪.১১: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর.. ৬৫
চিত্র ৪.১২: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৬
চিত্র ৪.১৩ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর...৬৬
চিত্র ৪.১৪: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর..৬৬
চিত্র ৪.১৬: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা...৬৬
ছবি ৪.১৭: সিডিএসপি-বি প্রকল্পে ভূমিহীন পরিবারের খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব.. ৬৭
৪.১৮: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস... ৬৮
ছবি ৪.১৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমি ভবন উদ্বোধন.. ৬৯
ছবি ৪.২০: উদ্বোধনের পূর্বে ভূমিমন্ত্রীর ভবন পরিদর্শন ৭০
ছবি ৪.২১: ডিপিডিসি'র সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর..৭০
ছবি ৪.২২: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭০
ইনফোগ্রাফ ৪.১: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প ৭৪
ইনফোগ্রাফ ৪.২: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প... ৭৬
ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প ৭৮
ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর............... ৮২
ছবি ৩.২: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন...৮৩
ছবি ৩.৩: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ.........................৮৩
ছবি ৩.৪: ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদযাপন..৮৪
ছবি ৩.৫: বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ...৮৪
ছবি ৫.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাঝে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ৮৭
ছবি ৫.২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর.........৯০
ছবি ৫.৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ৯৩
ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর৯৫
ছবি ৫.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর৯৭
চিত্র ৬.১: ২০২২-২৩ প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনায় ভূমিমন্ত্রী... ৯৮
চিত্র ৬.২: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার...' অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী... ৯৮
চিত্র ৬.৩: জুরিখে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী... ৯৮
চিত্র ৬.৪: জেনভায় পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী... ৯৮
চিত্র ৬.৫: ম্যানচেস্টারে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী.. ৯৮
চিত্র ৬.৬: বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলনে ভূমিমন্ত্রী ৯৮
চিত্র ৬.৭: সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ.. ৯৯
চিত্র ৬.৮: ভারতীয় হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ ৯৯
চিত্র ৬.৯: ইরাকের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সের সৌজন্য সাক্ষাৎ.. ৯৯
চিত্র ৬.১০: জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী ৯৯
চিত্র ৬.১১: সীতাকুন্ডে আহতদের দেখতে ভূমিমন্ত্রী... ৯৯
চিত্র ৬.১২: উইসিস পুরস্কার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ভূমিমন্ত্রী.. ৯৯
চিত্র ৬.১৩: ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা..১০০

চিত্র ৬.১৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের নারী গণকর্মচারীদের সম্মাননা ১০০
চিত্র ৬.১৫: 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা অটোমেশন' কর্মশালা..১০০
চিত্র ৬.১৬: ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান..১০০
চিত্র ৬.১৭: যুগ্ম সচিব কামরুল হাসান ফেরদৌস-এর অবসর..১০০
চিত্র ৬.১৮: প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্তি..১০০

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম খাত এবং দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অর্থ বছর অনুযায়ী)। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি দেশের একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১। নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম;

২। সংস্কারমূলক কার্যক্রম;

৩। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম; এবং

৪। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ২০২০ সালে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত

জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ United Nations Public Service Award 2020' ('জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০) এবং অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা তথা ডিজিটাল ভূমি কর ব্যবস্থার জন্য উইসিস পুরস্কার ২০২২ (World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2022) অর্জন করেছে।

ছবি ১.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন

২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত গণকর্মচারী সহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেন,

"ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা

১। **ইউএন পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ গ্রহণ করেছেন। ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মদিনাত জুমেইরাহ সম্মেলন কেন্দ্রে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এই সময় জাতিসংঘের ম্যানেজমেন্ট, পলিসি, স্ট্র্যাটেজি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং পুরস্কার বিজয়ী বিভিন্ন উদ্যোগের উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.১: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' গ্রহণ করেন

উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ বিজয়ী উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' (Developing Transparent and Accountable Public Institutions) ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ (United Nations Public Service Award 2020/ জাতিসংঘ জনসেবা পুরস্কার ২০২০) অর্জন করে। ২০২০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস ফোরাম' ও 'পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, যা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছিল জাতিসংঘ। এই বছর ২০২১ সালে

জাতিসংঘ ২০২০ ও ২০২১ সালের ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান একই সাথে দুবাইয়ে আয়োজন করল।

২। **উইসিস পুরস্কার ২০২২ অর্জন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৩১ মে ২০২২ তারিখ মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ০৬:০০টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১০:০০টায়) আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদর দপ্তরের পোপভ সভাকক্ষে আইটিইউসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার আয়োজনে, উইসিস পুরস্কার ২০২২ (World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2022) প্রদান অনুষ্ঠানে, ডিজিটাল ভূমি (উন্নয়ন) কর ব্যবস্থার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উইসিস পুরস্কার গ্রহণ করেন। আইটিইউ'র মহাসচিব হাউলিন ঝাও ভূমিমন্ত্রীর হাতে উইসিস পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেন। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম তথা 'ডিজিটাল ভূমি কর ব্যবস্থা' উদ্বোধন করেন। এরপর ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ১৬১২২ নম্বরে কল করেই ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করার সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন'

ছবি ২.২: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন

৩। **তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার:** তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় এ বছর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকায় শেরে বাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এর হাতে তথ্য অধিকার পুরস্কার-২০২১ এর ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ। এ সময় প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.৩: ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন

২.২ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি সেবা উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

১। **ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়নের ভূমি অফিস, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি ডাটা ব্যাংক উদ্বোধন:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সরকার প্রধান ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবাদানকারী সকল দপ্তর ও সংস্থাকে একই ছাদের নীচে এনে জনগণকে এক জায়গা থেকে সকল সেবা প্রদানের মাধ্যমে ‘ওয়ানস্টপ সার্ভিস’ নিশ্চিত করতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ‘ভূমি ভবন’ উদ্বোধন করেন। একই দিন ৯৯৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১২৯টি উপজেলা ভূমি অফিস উদ্বোধন করেন। এছাড়া ভূমি অফিসে না এসেই ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়ার সুবিধার জন্য 'ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম' এবং দেশের সরকারি ও খাস ভূ সম্পদ কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য 'ভূমি ডাটা ব্যাংক' উদ্বোধন করেন।

ছবি ২.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়নের ভূমি অফিস, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি ডাটা ব্যাংক উদ্বোধন উদ্বোধন করছেন

২। **ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা উদ্বোধন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবন মিলনায়তনে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন। এখন থেকে ১৬১২২ নম্বরে ফোন করেই খতিয়ান ও ম্যাপের আবেদন করতে পারবেন ভূমি মালিক। এছাড়া জমির মালিক খতিয়ান ও নামজারি ফি এবং ভূমি উন্নয়ন কর অনলাইনে প্রদান করতে পারবে। সেই সাথে ডাকযোগে খতিয়ান (পর্চা)/জমির ম্যাপ নিজ ঠিকানায় নিতে পারবেন।

ছবি ২.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা উদ্বোধন করছেন

৩। **বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবন মিলনায়তনে 'বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া'র উদ্বোধন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য আদান প্রদানের অ্যাপ হচ্ছে ‘বার্তা।

ছবি ২.৬: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন করছেন

তাৎক্ষণিক ভয়েস/টেক্সট আদান প্রদানের সুযোগ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, এবং তাৎক্ষনিক কেন্দ্রীয়/বিভাগভিত্তিক বা জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ আছে। দাপ্তরিক স্মৃতি কোষ হচ্ছে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকলের অভিজ্ঞতার ডিজিটাল আর্কাইভ। কোনও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ, কেউ অবসরে/বদলি লেও তার অভিজ্ঞতার স্থায়ী সংরক্ষণ, এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের লাভবান হবার সুযোগ থাকবে এতে। অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়ায় জলমহালের বন্দোবস্ত প্রদান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতি আসবে। land.gov.bd ভূমিসেবা কাঠামো থেকে অথবা সরাসরি jm.lams.gov.bd ওয়েব পোর্টালে গিয়ে জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করা যাচ্ছে। এছাড়া, জলমহাল ইজারার আবেদন অনলাইনে দাখিল এবং ইজারা প্রক্রিয়ার বিস্তারিত উপর্যুক্ত ওয়েবপোর্টাল থেকেই জানা যাচ্ছে।

৪। **ভূমি ভবনে 'শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের উদ্বোধন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের '২০ টি শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি ভবনে স্থাপিত মডেল 'শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে' র উদ্বোধন করেন। এতে ভূমি ভবনের কর্মরত নারী গণকর্মচারী সহ আশেপাশে কর্মরত সরকারি/বেসরকারি কর্মজীবী মায়েদের শিশু সন্তানরা ডে-কেয়ার সেবা পাবেন।

ছবি ২.৭: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ভূমি ভবনে 'শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন

৫। **ভূমি সেবা সপ্তাহ পালন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ১৯ মে ২০২২ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত (রেকর্ডেড) শুভেচ্ছা বার্তা প্রদর্শন করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমি সচিব মোঃ

মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ‘ভূমি অফিসে না এসেই ডিজিটাল ভূমি সেবা গ্রহণ’ প্রতিপাদ্যে দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৫০৭টি উপজেলা, রাজস্ব সার্কেল, ইউনিয়ন ও পৌর ভূমি অফিসে ১৯ মে থেকে ২৩ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২-এর কার্যক্রম চলে। ‘১৬১২২ নম্বরে কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা’ এবং ‘ডাকযোগে ভূমিসেবা’ বিষয় দুটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবার। ভূমি সেবা সপ্তাহে প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে, স্থানীয় সম্মেলন কক্ষে কিংবা সুবিধাজনক স্থানে ক্যাম্প করে সেবা বুথ স্থাপন করা হয়েছে। সেবাবুথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ভূমি সেবা দেওয়া হইয়েছে, বিভিন্ন ভূমি সেবা বিষয়ে অবহিত করা হবে এবং পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়েছে।

ছবি ২.৮: ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২-এর উদ্বোধনী

৬। **ভূমিসেবা কিয়স্ক, ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ভ্রমমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র উদ্বোধন:** ১৯ মে ২০২২ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের নতুন তিনটি সার্ভিস উদ্বোধন করেন। সেবাগুলো হচ্ছে ভূমিসেবা কিয়স্ক, ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ভ্রমমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র। ভূমিসেবা কিয়স্ক (kiosk) বিভিন্ন জনবহুল এলাকা যেমন স্টেশন, বিপণী-বিতান, উপজেলা অফিস কমপ্লেক্স ইত্যাদি জায়গায় স্থাপন করা হবে। নাগরিক প্রয়োজনীয় ফি এর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় আবেদন ও জমির খতিয়ান প্রিন্ট করতে পারবেন। ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে সকল অভ্যন্তরীণ মামলা (মিস কেস, রিভিউ ও রেন্ট সার্টিফিকেট) একই প্ল্যাটফর্মে পরিচালনা করা, অনলাইনে মামলার অবস্থা মনিটরিং সুপারভাইজ করা, দেওয়ানি মামলা ব্যবস্থাপনা ও একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি ইত্যাদি। এছাড়া উদ্বোধন কৃত ভ্রমমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্নস্থানে ভূমি বিষয়ক পরামর্শ ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করা হবে। ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র মূলত সেবা সপ্তাহকে উদ্দেশ্য করে স্থাপন করা হয়েছে।

ছবি ২.৯: ভূমিসেবা কিয়স্ক উদ্বোধন

ছবি ২.১০: ভ্রমমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র

৭। **ভূমিসেবা পুরস্কার প্রবর্তন:** ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর ভূমি সেবা সপ্তাহে স্বচ্ছ, দক্ষ, জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক ভূমিসেবা প্রদান ও বাস্তবায়নে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাঠ পর্যায়ে ভূমি অফিসে কর্মরতদের পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ৮ বিভাগ থেকে ৮ জন শ্রেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে নিজ পদবীর ক্যাটাগরিতে 'বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা সহকারী কমিশনার (ভূমি)' হিসেবে, যৌথভাবে ২ জন জেডএসও কে জাতীয় পর্যায়ে সেরা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে, ১ জন চার্জ অফিসারকে জাতীয় পর্যায়ে সেরা চার্জ অফিসার হিসেবে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত করা হয়। ভূমিসেবা সপ্তাহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসেবে তাঁদের ভূমিমন্ত্রী ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান তুলে দেন।

ছবি ২.১১: ২০২২ সালের জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমিসেবা পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

এছাড়া, পরবর্তীতে ২২ মে বিভাগীয় সদর দপ্তরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, চার্জ অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এবং সেটেলমেন্ট সার্ভেয়ারদের

মধ্যে থেকে জেলা ও জোনাল পর্যায়ে নিজ নিজ পদবীর ক্যাটাগরিতে সেরা ভূমি কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, পুরস্কারের জন্য এবার একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। পুরস্কারের যোগ্য প্রার্থী যাচাইয়ে নীতিমালায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গণকর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ডিজিটালি ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নে অস্বাভাবিক বিচ্যুতি যাচাই করার জন্য বিশেষ অ্যালগরিদম অনুসরণ করা হয়।

৮। উদ্ভাবনী পুরস্কার প্রদান: 'ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন প্রদর্শনী, ২০২১'-তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের "ডিজিটাল রেকর্ড রুম" উদ্ভাবনটি প্রথম স্থান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের "অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর" উদ্ভাবনটি দ্বিতীয় স্থান এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের "প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন" উদ্ভাবনটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ২৭ জুন ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ নিকট থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য (প্রশাসন) বেগম যাহিদা খানম এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই চিফ ইনোভেশন অফিসার হিসেবে নিজনিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ছবি ২.১২: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (প্রথম)
ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আব্বাছ উদ্দিন উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ এর ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন।

ছবি ২.১৩: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (দ্বিতীয়)
ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য (প্রশাসন) বেগম যাহিদা খানম উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ এর ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

ছবি ২.১৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ (তৃতীয়)
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০২১ এর ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন।

৮। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতি সরূপ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাঁচজন কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেইয়েছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সচিবালয়ে ভূমিমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনাড়াম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সম্মাননা সনদটি তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর সাবেক পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই ২০২০-২১ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রিজাউল করিম ও সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর রাজিয়া সুলতানা নিজ নিজ

ক্যাটাগরিতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা দেবরাজ পাহলান মিঠু ও অফিস সহায়ক অজিত সরকার নিজ নিজ ক্যাটাগরিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন।

ছবি ২.১৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১'
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর সাবেক পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ এর সনদ গ্রহণ করছেন।

ছবি ২.১৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১'
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর রাজিয়া সুলতানা শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ এর সনদ গ্রহণ করছেন।

৯। ২০২১ এর ডিসেম্বর নাগাদ প্রক্রিয়াধীন আবেদন সহ সর্বমোট ৫৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৩৪টি ই-নামজারি আবেদন অনলাইনে পাওয়া যায় এবং ৪৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১৯টি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে ২২ লক্ষ নামজারি আবেদন করা হয়। দলিলমূলে নামজারি বাস্তবায়নের জন্য কিছু এলাকায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে প্রাপ্ত দলিল এবং এলটি নোটিশের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের পাইলটিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ ই-রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নিয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের সাথে ডিজিটাল রেকর্ডরু ও ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন-এর বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

ইনফোগ্রাফ ২.১: ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ

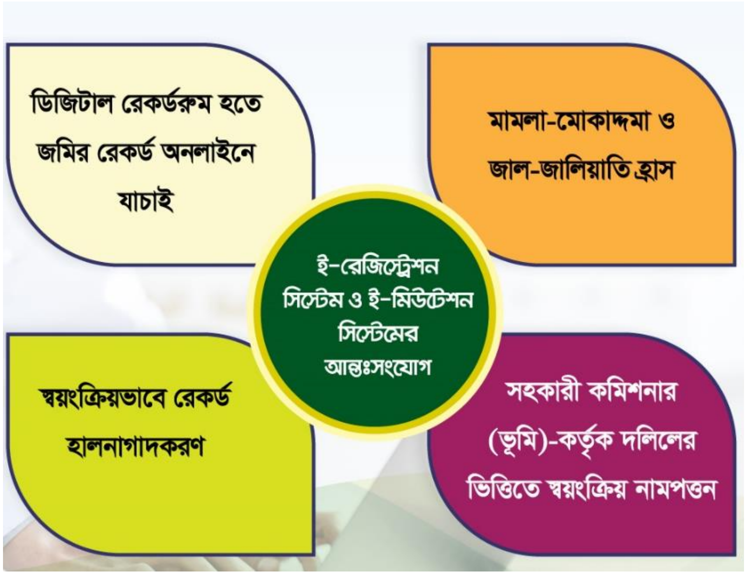

১০। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত উপকার ভোগী ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৬৩,২৫১ এবং বন্দোবস্তকৃত কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ৩,৯৫৩.০৬৬২ একর। এছাড়া সারাদেশে মোট বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার একর। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে উপকার ভোগী পরিবারের সংখ্যা ৬৬ হাজার ১৮৯টি। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ২৫১৮.৭২৫৮৪ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

ছবি ২.১৭: জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভায় সভায় সংসদ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মোঃ আব্দুল মজিদ খান, মনজুর হোসেন, মোঃ ফরিদুল হক খান, মোঃ মহিববুর রহমান, সেলিম আলতাফ জর্জ, রমেশ চন্দ্র সেন, ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল প্রমুখ।

১১। ঢাকার কলাবাগান এলাকার ১৪.০০৪৬ একর জমি অবমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ২.৮৬৫৪ একর জমির মধ্যে যেসব জমি বর্তমানে ব্যক্তির দখলে আছে সেসবও অবমুক্ত করার হয়েছে। কলাবাগানে অধিগ্রহণকৃত / অধিগ্রহণের জন্য নির্দেশিত কিন্তু ব্যক্তির নামে রেকর্ডকৃত কিংবা দখলে থাকা প্রায় ১৬ একর জমি পূর্বতন মালিকের অনুকূলে শীঘ্রই অবমুক্ত করা হচ্ছে।

১২। ৫ কোটি ১২ লক্ষ খতিয়ান/পর্চা ইতোমধ্যে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। এখন ভূমি অফিসে না গিয়েই অনলাইনে খতিয়ান/পর্চা এবং জমির ম্যাপের জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। ঘরে বসে কিংবা দেশের মধ্যে পছন্দের যেকোনো ঠিকানায় সার্টিফাইড খতিয়ান (পর্চা) কিংবা জমির ম্যাপ পেতে ১৬১২২ নম্বরে ফোন কিংবা land.gov.bd থেকে আবেদন করলেই ডাকবিভাগ ঠিকানায় সার্টিফাইড খতিয়ান (পর্চা) কিংবা জমির ম্যাপ পৌঁছে দিবে।

ছবি ২.১৮: ডাকযোগে সার্টিফাইড খতিয়ান (পর্চা)'র কপি

ছবি ২.১৯: ডাকযোগে জমির ম্যাপের কপিভূমি মন্ত্রণালয়ের

ইনফোগ্রাফ ২.২: ঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd

১৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে পরীক্ষামূলকভাবে ফেসবুক পেজের মাধ্যমেও ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিসেবা দেওয়ার সুবিধা চালু করা করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নাগরিক সেবা নম্বর ১৬১২২-এ ফোন করে এখন যেসব সেবা পাওয়া যাচ্ছে সেই ধরণের সকল সেবাই 'ভূমিসেবা Land Service' (https://www.facebook.com/land.gov.bd) ফেসবুক পেজ থেকে পাওয়া যাবে।

১৪। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থায় জাতীয় পরিচয় নম্বর ব্যবহার করে সরাসরি ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করার অপশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই ভূমি মালিকগণ তাঁদের এনআইডি নম্বর ব্যবহার করে সরাসরি ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে পারবেন।

১৫। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত প্রায় ৮৬ একর আয়তনের 'এরাবরাক নদী (বদ্ধ)' জলমহালটি নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশে জলমহালের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ভরাট হয়ে যাওয়া সরকারি জলমহাল পুনঃখনন ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ছবি ২.২০: জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির সভা

ছবি ২.২১: 'এরাবরাক নদী (বদ্ধ)' জলমহাল

১৬। হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত সরকারি খাসজমিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ বিষয়ক এক নীতিমালা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশকরা যাচ্ছে এতে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

১৭। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি সেবা চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮। ‘সহজে ব্যবসার সুযোগ’ (ease of doing business) বাড়াতে ভূমিসেবা কার্যক্রম আরও সহজ ও বিনিয়োগবান্ধব করা হচ্ছে।

১৯। ভূমি মন্ত্রণালয়ে Good Governance প্রতিষ্ঠায় http://lams.gov.bd-এর পছন্দক্রম অনুযায়ী বদলী করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ৫১ জন এসিল্যান্ড কে বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে। ৪৮ জন http://lams.gov.bd/ এর মাধ্যমে যৌক্তিকতা সহ পছন্দক্রম দাখিল করেন। এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ১ম পছন্দ অনুযায়ী ৩৭ জনকে ও ২য় পছন্দ অনুযায়ী ০৫ জনকে চাহিত বিভাগে পদায়ন দেয়া হয়েছে। শূন্য পদ না থাকায় ০৬ জনকে ৩য়,৫ম,৬ষ্ঠ, ৮ম পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ দেয়া হয়েছে। ০৩ জন তাদের চাহিদা দাখিল না করায় শুন্য পদের ভিত্তিতে পদায়ন করা হয়েছে। ১ম পছন্দ অনুযায়ী পদায়নের হার ৭৭%। ১ম ও ২য় পছন্দ অনুযায়ী পদায়নের হার ৮৭.৫০%।

২০। **কক্সবাজারে জাতীয় অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ভূমিসেবা প্রদর্শন:** কক্সবাজারে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার বদলে যাওয়া কক্সবাজার' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম নিয়ামক মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ও এতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় আগত দর্শনার্থীবৃন্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্টলে গিয়ে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হন। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস মেলা পরিদর্শন করার সময় ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্টল পরিদর্শন করেন।ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় মূল আনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার বদলে যাওয়া কক্সবাজার" শীর্ষক অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

ছবি ২.২২: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার অনুষ্ঠানে ভূমিসেবা স্টলে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

ছবি ২.২৩: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার অনুষ্ঠানে ভূমিসেবা স্টলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস

২১। **ডিজিটাল ভূমিসেবা আউটরিচ পরিকল্পনা:** ভূমিসেবা নাগরিকের কাছে যথাযথ প্রচারের সম্ভবাব্য উপায়ের উপর ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবনে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এটুআই প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজিটাল মিডিয়া ডিজাইন ল্যাব (ডিএমডিএল) শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি ২.২৪: ডিজিটাল ভূমিসেবা আউটরিচ পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। এই সময় সাবেক তথ্য সচিব কামরুন নাহার মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মশালায় সৌজন্য বক্তব্য রাখেন।

২২। **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল ভূমিসেবার উপর প্রশিক্ষণ:** ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে সকল জেলার ইউডিসি (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) উদ্যোক্তাগণের জন্য ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবন মিলনায়তনে ই-নামজারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আয়োজিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জেলার অন্যান্য ইউডিসি উদ্যোক্তাগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ই-নামজারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ ভূমি অফিস ও ভূমিসেবা গ্রহীতা তথা ভূমি মালিকগণের অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন। যেসব ভূমি মালিকগণ কোনো কারণে অনলাইনে নিজের ই-নামজারি আবেদন ফরম নিজে পূরণ করতে সক্ষম হবেননা কিংবা করার সময় পাবেন না তাঁরা নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ থেকে অনলাইনে ই-নামজারি আবেদন ফরম পূরণ করে দেওয়ার সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ছবি ২.২৫: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল ভূমিসেবার উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২.৩ ২০২১-২২ অর্থ বছরে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সাক্ষর:

১। **এনআইডি-বিহীন জনগণ ডিজিটাল ভূমিসেবার আওতায়:** ডিজিটাল ভূমিসেবা প্রদানের জন্য প্রকৃত ভূমিসেবা গ্রহীতার আবেদনের সত্যতা অনলাইনে যাচাই করার ব্যবস্থা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রহীন (এনআইডি বিহীন) নাগরিকগণকে ডিজিটাল ভূমিসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ১১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত 'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' -এর সাথে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য-উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করে। জাতীয় পরিচয়পত্রের উপাত্তের পাশাপাশি জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের উপাত্তও এখন থেকে ভূমিসেবা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হবে।

২। **ভূমিসেবার ফি অনলাইনে প্রদানের সুবিধার্থে চুক্তি স্বাক্ষর:** যেকোনো ভূমিসেবার ফি অনলাইনে প্রদানের সুবিধার্থে ভূমি মন্ত্রণালয় ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস)

সেবা প্রদানকারী ব্র্যান্ড রকেট-এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান ডাচ বাংলা ব্যাংকের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। ইতোপূর্বে একইভাবে দেশের অন্যান্য এমএফএস কোম্পানির সাথেও একই ধরণের চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

ছবি ২.২৬: 'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন-এর সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

ছবি ২.২৭: ডাচ বাংলা ব্যাংক-এর সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

৩। ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলাদি বাসায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ: পর্চা, খতিয়ান, সার্টিফিকেট বা ম্যাপের মত ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলাদি (সার্টিফায়েড ডকুমেন্ট) ভূমিসেবা গ্রহীতা নাগরিকদের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ' র আওতাভুক্ত ডাক বিভাগের সাথে এক সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করে। এরফলে দেশের নাগরিকরা ঘরে বসেই সার্টিফাইড ভূমি দলিলাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিসেবা পাচ্ছেন।

ছবি ২.২৮: ডাক বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

ছবি ২.২৯: ডিপিডিসি'র সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

৪। ভূমি ব্যবহার যাচাইয়ে ইউলিটি উপাত্ত জন্য চুক্তি স্বাক্ষর: ভূমি ব্যবহারের সঠিকটা যাচাইয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর আওতাভুক্ত ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)-এর সাথে এক সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করে। কোনো ব্যক্তির সকল বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনার ঠিকানাসমূহের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় জানতে পারবে সংশ্লিষ্ট ভূমিটি প্রকৃত অর্থে কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভূমির শ্রেণি ও এর প্রকৃত ব্যবহার যাচাই করে শ্রেণি বহির্ভূত অবৈধ ভূমি ব্যবহারের তথ্য ও ভূমি উন্নয়ন কর ফাঁকি উদঘাটন করা সহজ হবে। এতে সরকারের প্রকৃত ভূমি রাজস্ব আহরণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত জমির দলিল বা দাখিলকৃত জমির দলিলের অনুলিপির সঠিকতা যাচাই করার মাধ্যমে ডিপিডিসি ভূমির প্রকৃত মালিকের তথ্য যাচাই করতে পারবে।

২.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরে আইন ও বিধি-বিধান খসড়া তৈরি কার্যক্রম:

ছবি ২.৩০: 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২' সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

১৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২'-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল সেবা প্রবর্তনের পাশাপাশি আইন ও বিধি-বিধান সংশোধন করে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন আইনের খসড়া করে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনে জোর দিচ্ছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নতুন যে সব আইন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সে সব হচ্ছে -

আইন:

- ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন
- ভূমি সংস্কার আইন
- ভূমি উন্নয়ন কর আইন
- হাট ও বাজার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা আইন
- ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন
- কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন
- সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন
- ভূমি উন্নয়ন কর আইন

- ভূমি ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আইন

বিধি-বিধান ও নীতিমালা:

- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা
- অর্পিত সম্পত্তি তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

২.৫ ২০২১-২২ অর্থ বছরে পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/পত্র/গণবিজ্ঞপ্তি:

১। **করণিক ভুল, প্রতারণামূলক লিখন এবং যথার্থ ভুল মাঠ পর্যায়েই সংশোধনের নির্দেশ:** ভূমি জরিপের পর চূড়ান্তভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত খতিয়ানের করণিক ভুল, প্রতারণামূলক লিখন এবং যথার্থ ভুল মাঠ পর্যায়েই সংশোধন তথা রেকর্ড সংশোধন করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের (এসিল্যান্ড) নির্দেশ দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সহ ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হলে খতিয়ানের ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য ভূমির মালিককে দেওয়ানী আদালত ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার প্রয়োজন হবেনা। এতে ভূমি সংক্রান্ত জনদুর্ভোগ অনেকাংশে কমে আসবে। এছাড়া পরিপত্রটি পড়ে জমির মালিকগণও সহজে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেতে পারেন।

২। **ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ:** মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ এর ৫ (কে) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ করে ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ স্বাক্ষরিত ২৩টি দায়িত্ব সম্বলিত এ পরিপত্র জারি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের হালনাগাদকৃত দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ই-মিউটেশনসহ ভূমিসেবা অটোমেশনের সকল কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান ও তদারকি এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সেল এর সাথে সমন্বয় সাধন এবং অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি।

৩। **মুজিবনগর সরকারের প্রকৃত কর্মচারীদের আত্তীকরণ:** মুজিবনগর সরকারের প্রকৃত কর্মচারীদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের পদে আত্তীকরণের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ভূমি মন্ত্রণালয়। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন ও কন্টেম্প মামলার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসেবে দাবীদার প্রার্থীদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে আত্তীকরণের জন্য ০৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। দরখাস্ত জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ১০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

৪। **কিউআর কোডযুক্ত ডিসিআর-কে বৈধতা প্রদান:** কিউআর কোডযুক্ত ডিসিআর সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের বৈধতা প্রদান করে একটি পরিপত্র জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়। ০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ই-নামজারি, জমাভাগ ও জমাএকত্রীকরণ বাবদ ফি অনলাইনে প্রদান সংক্রান্ত এক পরিপত্রের মাধ্যমে এ নির্দেশনা জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। নাগরিকসেবা অধিকতর সহজ করতে এবং নাগরিকগণ যেন ই-নামজারি, জমাভাগ ও জমাএকত্রীকরণ বাবদ ফি সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে প্রদান করতে পারেন সে জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নির্দেশে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও পূর্বের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র যাচাই করে উপর্যুক্ত পরিপত্র জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়। ই-নামজারিতে প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করে আবেদনকারী কিউআর কোডযুক্ত (Quick Response Code) অনলাইন ডিসিআর (Duplicate carbon receipt) সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ডিসিআর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বা বিজি প্রেস হতে ছাপানো ডিসিআর-এর সমপর্যায়ের এবং আইনগতভাবে বৈধ ও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হবে।

৫। **অনলাইনে জলমহাল ইজারা আবেদনের সুবিধা চালু:** ভূমি মন্ত্রণালয় অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিলের সুবিধা চালু করল। ১৫ নভেম্বর ২০২১ এ সংক্রান্ত এক পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। https://land.gov.bd/ ভূমিসেবা কাঠামো থেকে অথবা সরাসরি http://jm.lams.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করা যাবে। জলমহাল ইজারার আবেদন অনলাইনে দাখিল এবং ইজারা প্রক্রিয়ার বিস্তারিত উক্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

৬। **নামজারি না-মঞ্জুর করার পূর্বে না-মঞ্জুরের কারণ জানাতে হবে:** নামজারি আবেদন চূড়ান্তভাবে নামঞ্জুর করার পূর্বে সেবা গ্রহীতাকে তথ্য/কাগজপত্রের ঘাটতির ব্যাপারে অবগত করে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে এক পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। নাগরিকের ভোগান্তি লাঘবে এবং ভূমি অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "ই-নামজারি আবেদন বাবদ ফি জমা প্রদানের পর আদেশ ব্যতীত নামজারির আবেদন না-মঞ্জুর প্রসঙ্গে" শীর্ষক পরিপত্রের মাধ্যমে আজ এই নির্দেশনা প্রদান করে ভূমি মন্ত্রণালয়। এর ফলে ভূমিসেবা গ্রহীতা নামজারি আবেদন না-মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার পূর্বে একবার সুযোগ পাবেন ঘাটতি কাগজপত্র জমা দেওয়ার।

৭। **জেলা ও উপজেলাতেও অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন ব্যবস্থা প্রবর্তন:** সাধারণ আবেদনে জেলা ও উপজেলা থেকে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই ব্যাপারে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। একই সাথে স্বচ্ছতার জন্য কর্মপরিকল্পনা ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৬ ২০২১-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয়

ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ১৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক বিপুল পরিমাণ রেভেনিউ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি দাবীকৃত অর্থ আদায়ের অন্যতম মাধ্যমগুলো হচ্ছে

- ভূমি উন্নয়ন কর
- বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল ইজারা বাবদ অর্থ
- চা-বাগান ইজারা বাবদ অর্থ
- ‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তি ইজারা বাবদ অর্থ
- বিভিন্ন ভূমি ধরণের ফি
- ষ্ট্যাম্প বিক্রয় থেকে

২.৭ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম

ছবি ২.৩১: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মানাধীন বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ

১। বাংলাদেশ প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন এ দেশের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছরই আমাদেরকে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলা সফরকালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবারগুলোকে খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নোয়াখালী জেলা প্রশাসন “পোড়াগাছায়” ৪ (চার) টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১,৪৭০ টি অসহায় ঠিকানাবিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা নামক স্থানে একটি আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ছবি ২.৩২: ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম’ নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকার নির্ধারিত স্থানে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি’ কর্তৃক উপস্থাপিত সুপারিশমালা, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, ত্রিমাত্রিক নকশা এবং স্বতন্ত্র বাড়ির নকশা বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এ. কে. এম. শাহজাহান কামাল, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৩) ও সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) আবদুল মান্নান, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৪) উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.৩৩: ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ লক্ষ্মীপুরে চর পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকা এর অগ্রগতি পরিদর্শন করেন (১১/১১/২১)

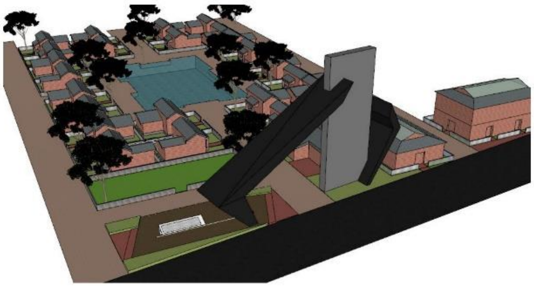

ছবি ২.৩৪: লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রামের ত্রিমাত্রিক সাইট প্ল্যান

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাসজমিতে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর, বৃক্ষরোপণ, পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উন্নত চুলা প্রদান, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের নিমিত্ত ‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনে সকল মহানগর/উপজেলায় ১০০% ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির সমন্বয়সাধন কার্যক্রম, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি সংক্রান্ত মামলার অনলাইন শুনানি, ই-পর্চা, ভূমি সেবা সংক্রান্ত হট লাইন চালু, সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফ ২.৪: অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর www.ldtax.gov.bd

ইনফোগ্রাফ ২.৫: সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

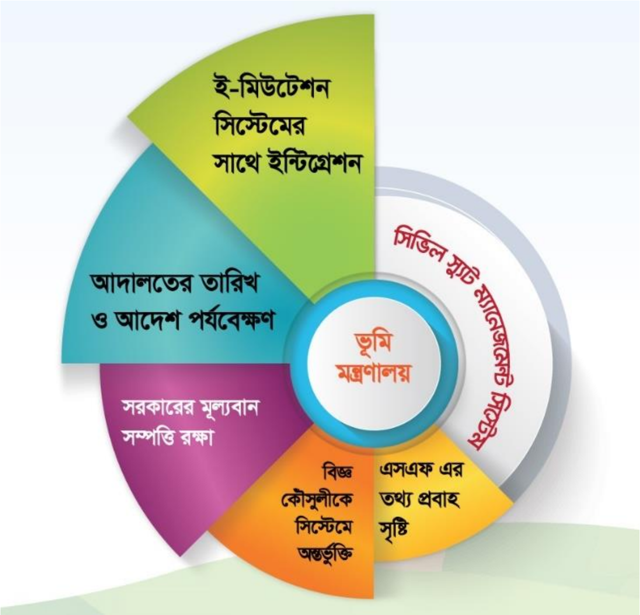

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহকে একই স্থানে আনয়নের জন্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন উক্ত ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৩। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুঃস্থ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যানার্থে ভূমি আইনের সংস্কারপূর্বক যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন আইনের সংস্কার/সংশোধন, আইনের বঙ্গানুবাদ এবং নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফ ২.৬: ঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd

ছবি ২.৩৫: ডিজিটাল ভূমিসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২কে সামনে রেখে মাননীয় শেখ হাসিনা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে কিংবা land.gov.bd তে ব্রাউজ ডিজিটাল ভূমি সেবা ব্যবহার করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন।

২.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি বিভিন্ন ধরণের ভূমি সেবা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তথা - ই-মিউটেশন, রিভিউ ও আপীল মামলা ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা, মিউটেটেড খতিয়ান, ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড, মৌজা ম্যাপ ডেলিভারি সিস্টেম, মিস মামলা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা, দেওয়ানি মামলা তথ্য ব্যবস্থাপনা, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বালু মহাল ব্যবস্থাপনা, চা-বাগান ব্যবস্থাপনা, ভিপি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বাজেট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি - 'ল্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক' সিস্টেম সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে একই কাঠামোয় নিয়ে এসে আন্তঃপরিচালনযোগ্য (Interoperable) ডেটাবেজ তৈরি করে ভূমি নিবন্ধন সহ সরকারের অন্যান্য সব সেবার সাথে সমলয় (Synchronize) করা হবে। সকল পর্যায়ের ভূমি সম্পর্কিত অফিসের জন্য বাস্তবায়ন করা হবে, ফলে Online Smart Land Management প্রবর্তন সম্ভব হবে।

(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ও ড্রোনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশের ৪৭০টি উপজেলার মৌজা পর্যায়ে জিওডেটিক সার্ভের মাধ্যমে ২,৬০,৩১০টি জিও-রেফারেন্সিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে ও ১,৩৩,১৮৮টি মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এসএ জরিপের পর আরএস জরিপ সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত দুটি জেলার ১৪ টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ সম্পন্ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত জিও-রেফারেন্স-কৃত মৌজা ম্যাপ উপর্যুক্ত 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্পে সরবরাহ করা হবে।

(৩) জেলা রেকর্ড রুমকে ডিজিটাল রেকর্ড রুম বা ভার্চুয়াল রেকর্ড রুমে রূপান্তর করা হবে। সেজন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা ও ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্পন্ন করা।

(৪) ভূমির সকল আইন ও বিধি-বিধানকে একত্রীত করে ই-বুক তৈরি করা।

(৫) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন হাজিরা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা।

(৬) ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা মোবাইল সার্ভিস হিসেবে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নাগরিকগণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভূমি সেবা এক স্থান হতে পেতে পারে তার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ইনফোগ্রাফ ২.৭: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

৩.১ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীন রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

১.৩.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।
(২) বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।
কৃষি জমি সুরক্ষা,পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

(৩) অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;
২. দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন;
৪. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪.৩ কার্যাবলি

১. ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
৩. সায়রাত মহাল, খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
৪. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
৫. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৬. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল;
৭. আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ;
৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ছবি ৩.১: 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২২'-এ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২২'-এ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জেলা প্রশাসকদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন

ছবি ৩.২: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় ভূমিমন্ত্রী

১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। বিভাগীয় পর্যায়ের ভূমি রাজস্ব সভা আরও ফলপ্রসূ করা, হোল্ডিং এন্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, ই-পর্চা কার্যক্রম, আন্ত:জেলা/উপজেলা সীমানা বিরোধ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অর্গানোগ্রাম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

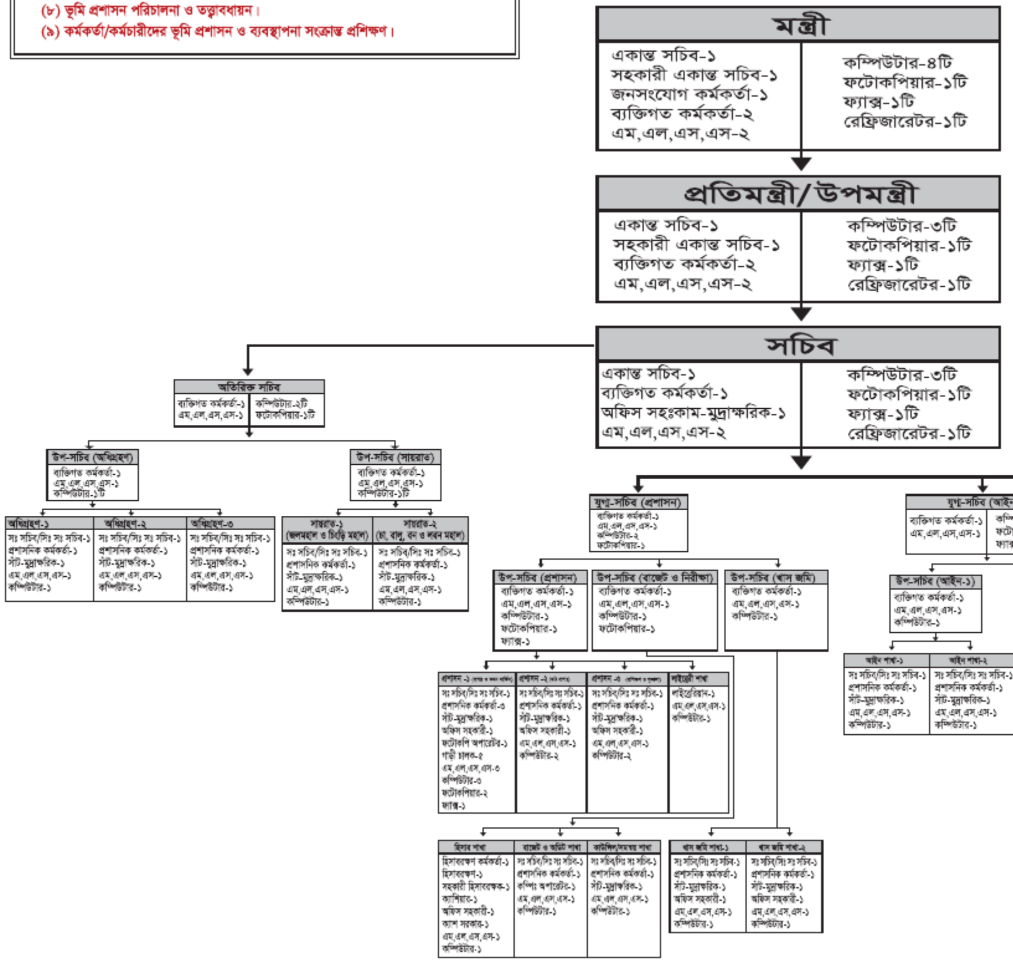

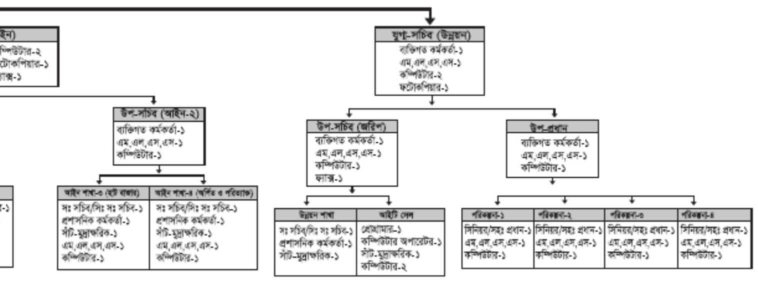

জনবল সংখ্যা

পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	০৪	-	০৪	-
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	-	০৩	০৩	০৩
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	৩৯	-	৩৯	-
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	৬৬	০২	৩৯	০২
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	৪১	০২	৪৩	০২

সরঞ্জামাদি

বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

৩.৪ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:

৩.৪.১ প্রশাসন-

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস ষ্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ড-রুম ব্যবস্থাপনা।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো / নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড):

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৩.৪.২ খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি/আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

- আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;
- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

<u>৩.৪.৩ সায়রাত-</u>

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতি ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বালুমহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

<u>৩.৪.৪ আইন-</u>

(ক) আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।

(খ) আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;

- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

(গ) আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইন/বিধি/নীতির প্রণয়নের বিষয়ে মতামত।

(ঘ) আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ ও অর্থব্যয়;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- ভি, পি কৌসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

৩.৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ-করণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা;

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিল করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৩.৪.৬ জরিপ

(ক) জরিপ - ১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ - ২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি;
- আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।

৩.৪.৭ অধিগ্রহণ-

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
-

৩.৪.৮ উন্নয়ন

পরিকল্পনা - ১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project);
- গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প;
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪;
- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজেট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডিপি, আরএডিপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা (এডিপি) সভা;
- সংসদরে প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকাররে উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ;
- জাইকা-এর অধীন যাবতীয় প্রকল্পের কাজ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা - ৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System(CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- মাস্টার প্ল্যান;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;
- ডিজিটাল মেলা;

- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

<u>৩.৪.৯ ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেল</u>

- মাঠ প্রশাসন শাখার আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওয়াভুক্ত ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের সমন্বয়।
- আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম
- লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা ও সকল ধরণের প্রকাশনা
- ভূমিসেবা গবেষণা ও উদ্ভাবন

<u>৩.৪.১০ অন্যান্য</u>

১। এপিএ

- উন্নয়ন শাখার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম।

২। জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

ছবি ৩.৩: ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ঢাকা জেলা প্রশাসন-এর আয়োজনে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ।

৩.৫ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

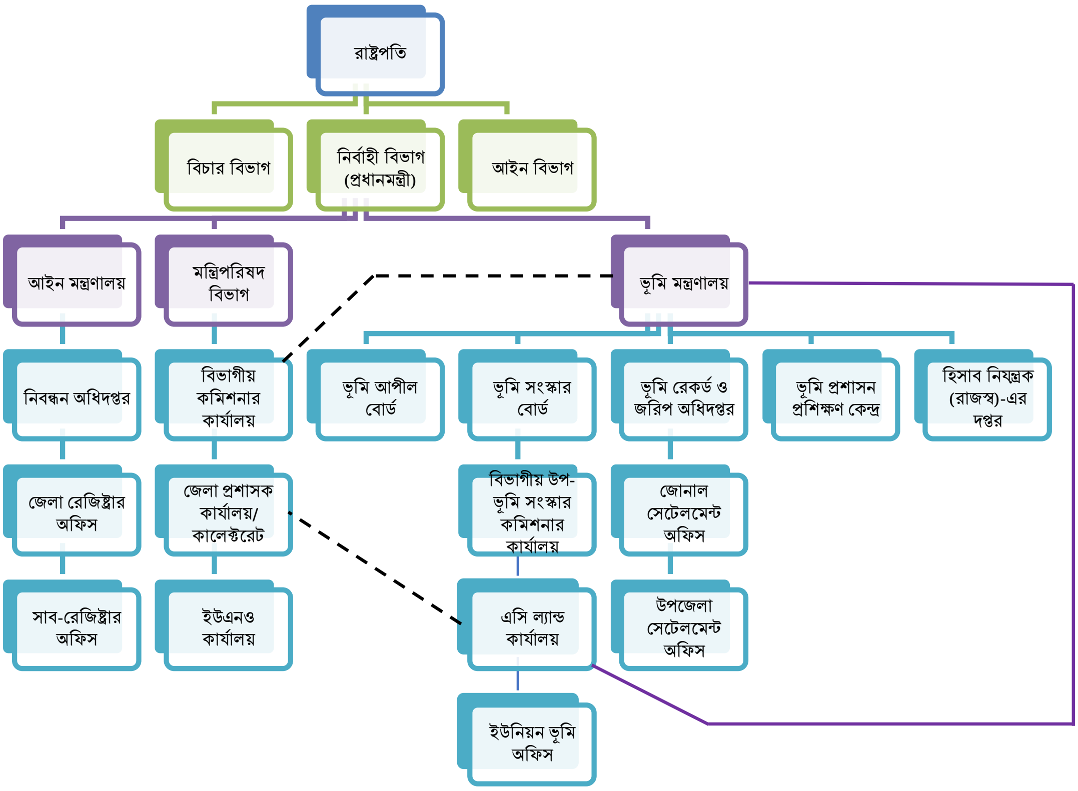

চার্ট ৩.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

- নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন ও বিচার বিভাগ, 'আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর আওতায় কাজ করে।
- বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিক ভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভুক্ত এবং ভূমি বিষয়ক ব্যাপারে তাঁরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।
- জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কর্মকাণ্ড তিনি তদারকি করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- ল্যান্ড কমিশন - ৩টি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশনকে

যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় (চার্টে দেখানো হয়নি)।
- 'বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর', প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওডেটিক্যাল কন্ট্রোল সার্ভে ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে পরিচালনা করে থাকে এবং ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে (চার্টে দেখানো হয়নি)। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর মূলত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে পরিচালনা করে।
-

ছবি ৩.৪: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন রোডম্যাপ সভা অনুষ্ঠিত

১ আগস্ট ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন রোডম্যাপ সভায় দেশের ভূমি সেক্টর আধুনিকায়নে সরকারের পরিকল্পনার উপর একটি বিশদ উপস্থাপনা করেন। সভায় ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের Land Management Domain Specialist সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার নিয়মিত কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী অধিশাখা ও শাখার কর্মকান্ড পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা দায়িত্ব ও কার্যাবলী সার্বিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত আরও কিছু কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ প্রশাসন

ছবি ৪.১: বিজয় দিবস প্যারেডে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সুসজ্জিত বাহন (Tableau)
১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস প্যারেডে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সুসজ্জিত বাহনে ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত	শূন্যপদ
১	২	৩	৪	৫	
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ প্রশাসনসহ)	১১,৫০০	৭,০৬৩	৪,৪৩৭	-	৪২১৭ টি পদ ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন কর্তৃক পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য।
ভূমি আপীল বোর্ড	৫০	৪০	১০	-	-
ভূমি সংস্কার বোর্ড	১০৬	৮৩	২৩	-	-
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭,৬৪২	২,২৬০	৫,৩৮২	১০ (অধিদপ্তর) ১০ (বার্ষিক চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত)	ক.(রিটেনশনকৃত) অধিদপ্তরের আইটি শাখার অনুকূলে মোট ১০টি ১ম শ্রেণি নন ক্যাডার, ২য় শ্রেণি ও ৩য় শ্রেণির পদ সংরক্ষিত।
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ প্রশাসনসহ)					
ভূমি আপীল বোর্ড	৪২	৩৫	০৭	১৫	
মোট	**১৯,৬১৯**	**৯,৭১০**	**৯,৯০৯**	**২৫**	**-**

৪.১.২ শূন্যপদের বিন্যাস সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.২: শূন্যপদের বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্বপদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫			
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ প্রশাসনসহ)	-	-	২০৬	৩৬৩	৩,৩১২	৫৫৬	৪,৪৩৭
ভূমি আপীল বোর্ড	-	-	০১	-	০৭	০২	১০
ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	০৭	০১	১০	০৫	২৩
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	-	-	৩৬২	৩৫০	৩,৪৪১	১,২২৯	৫,৩৮২
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	০২	০১	০৩	০১	০৭
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-	০২	০২	৩৭	০৯	৫০
মোট			**৫৮০**	**৭১৭**	**৬,৮১০**	**১,৮০২**	**৯,৯০৯**

৪.১.৩ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:

টেবিল ৪.৩: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	শূন্যপদ
	১	২
	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসন	সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে "ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমাল, ২০২১ এবং" ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২১" নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালা গত ১৭/০৮/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালা দুটি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ প্রশাসন অধিশাখার ১৩/০৯/২০২১ তারিখের ৩৮১-নম্বর স্মারকে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তাদের ১২তম স্কেল প্রদানে জটিলতার কারণে এ পদে জনবল নিয়োগ করা যাচ্ছে না। গত ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে এ জটিলতা নিরসন হলেও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ১৮৬/২০২২ ও ১৮৭/২০২২ নং মামলায় নিষেধাজ্ঞার কারণে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
	ভূমি আপীল বোর্ড	ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না ।
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	মাঠ পর্যায়ের চারটি উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বারবার পত্রযোগাযোগ করা সত্বেও পদগুলো পূরণ হচ্ছে না।
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	(i) অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের মধ্যে ১ম শ্রেণীর বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত শূন্য পদসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রেষণে পূরণযোগ্য। এ সমস্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৩/০৯/২০২১ তারিখের ৩১.০৩.০০০০.০০২.১৮.২৩৩.২০.৭৭২ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (ii) অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও সেটেলমেন্ট প্রেসসহ ৫৩৮২টি পদ শূন্য আছে। নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় পদোন্নতি স্থগিত আছে। নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে শূন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতি কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃরিট পিটিশন নং- ৩৮২৯/২০১৮ ও ৩৮৩০/২০১৮ উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন থাকায় ৩য় শ্রেনীর ১৩টি নিরীক্ষক (রাজস্ব) এর পদ এবং ০৯টি অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার-অপারেটর এর শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ করা হচ্ছে না।

৪.১.৪ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
ভূমি মন্ত্রণালয়	১৩ টি	২১ জন
ভূমি আপীল বোর্ড	-	-
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৬৯ টি	১৬৮৬ জন
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৩১টি	৮০৫ জন
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬৮টি	২৬৭২ জন
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর		
মোট		

৪.১.৫ **ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				জুন:- ২০২১ অন্তে অনিষ্পত্তিকৃত/চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড		
১	২	৩	৪	৫		৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	৮৫	০২	১৪	১৮	-	৫১
ভূমি আপীল বোর্ড						
ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর						
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র						
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)এর দপ্তর						
মোট	৮৫	০২	১৪	১৮	-	৫১

৪.১.৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা:

টেবিল ৪.৬: সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৬			
ভূমি সংস্কার বোর্ড	নওয়াব এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০২টি	০৫ টি	-	০৭টি	১৪টি
ভূমি সংস্কার বোর্ড	ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৭টি	ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০১টি	-	০৮টি	(৬৭ টি মোকদ্দমায় এনালোগাস রায়+ ১৫টি)=৮২টি
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	-	২৪৪	-	২৪৪	৬৭

৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা)

ছবি ৪.২: ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় ভূমি সচিব

১৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সময় দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান সোলেমান খান সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রকল্পের (আইসিটি বিভাগের আওতাভুক্ত) প্রতিনিধি কর্মকর্তাবৃন্দ।

সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়োগ বিধিমালাসমূহ বাতিল হওয়ায় “ ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১” এবং “ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২১” নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটির, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অনুমোদন শেষে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং সম্পন্ন হয়ে গেজেট জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। শ্রীঘ্রই নিয়োগবিধি দুটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। নিয়োগবিধি প্রণয়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের শূন্য পদ পূরণ করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জনগণের হয়রানি লাঘব হবে।

০২। তাছাড়া The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No.X of 1984)কে বাংলায় ভাষান্তর, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে “ভূমি সংস্কার আইন, ২০২১” রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত আইনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। এছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৯৫৮টি পদে বিভিন্ন জেলায় জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের কানুনগো, উপসহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারদের পদায়ন/বদলি/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্তে গত ১৫/০২/২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৮৯ নম্বর স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসনের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনাগণের কাজের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৪। Ease of Doing Business এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নম্বর স্মারকের পরিপত্র আংশিক সংশোধনক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার আওতাধীন বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি থেকে কোম্পানির নামে নামজারি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ সংক্রান্তে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের স্থানীয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। তাঁদের ত্যাগ এবং অপরিসীম অবদানের প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় শ্রদ্ধাশীল হয়ে “সনদপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামজারি ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ” সংক্রান্তে ১৫/১১/২০২০ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৬৬৭/১ নম্বর স্মারকে পরিপত্র জারি করেছে।

৪.৩ খাসজমি

ছবি ৪.৩ হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত খাসজমিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা
৭ জুন, ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত সরকারি খাসজমিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ' নির্দেশাবলী/নীতিমালা প্রস্তুত বিষয়ক এক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশ কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু' প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৭,৩৫,৯১৪.৮৮৮২ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৪,৬০,১৬৪.০৬৩৭ একর। সারাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ২২,৫০,১৬৯.৬৫১ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১,১৫,৭৬২.৯৪২ একর।

টেবিল ৪.৭: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য

বিভাগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	১৪৯৬৪০.৪৬	২৯৩৯৬৬.২৮	৪৪৩৬০৬.৭৪	৪৯৯৩০.৩৭৭৯	১১৫৭১.১৬১৫	৬১৫০১.৫৩৯৪
চট্টগ্রাম	৮২৭৪৯৪.৬২৬৯	১২৯১০৭৪.২৯৭৪	২১১৮৫৬৮.৯২৪৩	১৫১০১৬.১৪০৭	৭৭৪৫৫.৭৮৪৩	২২৮৪৭১.৯২৫
রাজশাহী	১২২০৫৮.৪০২৭	১৬২২৪৫.৩৯৯১	২৮৪৩০৩.৮০১৮	৪৩৬০৬.৭৪২৯	৩১২৬.১৩৬৭	৪৬৭৩২.৮৭৯৬
খুলনা	৯৪৫০১.৩৫৭৬	১৩২৭৫৭.০৯৪৪	২২৭২৫৮.৪৫২	৪৭৫৬.৮৮৪২	৮৬৬.৯৯৯৯	৫৬২৩.৮৪৪১
ময়মনসিংহ	১২৩০৭৮.৮৩	৭৭০৯২.৭৯	২০০১৭১.৬২	৬০৪২৫.৮৫	৫৬৮৫.৬৭	৬৬১১১.৫২
রংপুর	১৪২৫১১.৫৫	১১৮৩২৮.৬৭	২৬০৮৪০.২২	৫১২৭৪.১০	২৪১৪.০৯	৫৩৬৮৮.১৯
সিলেট	১৩০৯১৬.৮৬১	১৭৩১৬৮.০৫৩	৩০৪০৮৪.৯১৪	৬৮৭৪৬.১২৫	১৩৫৩৮.৪৯১	৮২২৮৪.৬১৬
বরিশাল	১৪৫৭১২.৮০	১৫৩৭.০৬৭১	১৪৭২৪৯.৮৬৭১	৩০৪০৭.৮৮৩	১১০৪.৬০৮৬	৩১৫১২.৪৯১৬
সর্বমোট	**১৭৩৫৯১৪.৮৮৮২**	**২২৫০১৬৯.৬৫১**	**৩৯৮৬০৮৪.৫৩৯২**	**৪৬০১৬৪.০৬৩৭**	**১১৫৭৬২.৯৪২**	**৫৭৫৯২৭.০০৫৭**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২০২২ সালের জুন পর্যন্ত) ৪,৮১,১২০ টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট ১,৫০,৪০৪.০৪৬২ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত চার দশমিক শূন্য চার ছয় দুই) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬৩,২৫১ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৩,৯৫৩.০৬৬২ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে।

টেবিল ৪.৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	২৩৬.১৫৫৬	৮,৯৩১
চট্টগ্রাম	১,৫৪৩.৭৬৩৫	৯,১১৮
রাজশাহী	১৯৮.০৯৫৬	৮,৮৮৩
খুলনা	৭৮.০৯৪৫	৩,৭০৪
ময়মনসিংহ	১৩৩.৬২	২,৩৭৯
রংপুর	৩৪৪.০৭	১৪,৫৭৯
সিলেট	১১৪.৭৪৫	৫,০৭৩
বরিশাল	১,৩০৪.৫২২	১০,৫৮৪
সর্বমোট	**৩,৯৫৩.০৬৬২**	**৬৩,২৫১**

অপরদিকে, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি,আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ২৫১৮.৭২৫৮৪ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৯: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

সরকারি দপ্তর (একর)	অর্থনৈতিক অঞ্চল (একর)	হাইটেক পার্ক (একর)	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (একর)	বিভিন্ন বাহিনী (একর)	ব্যক্তি,শিক্ষা,ধর্মীয়,ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (একর)	মোট (একর)
২৪.২০	**১৩৩.৯২**	**-**	**-**	**৩.৬৭**	**২৩৫৬.৯৩৫৮৪**	**২৫১৮.৭২৫৮৪**

বি.দ্র.: দেশে দ্রুত শিল্পায়নে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে সবচেয়ে বেশি খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

<u>৪.৩.২ চা বাগান</u>

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০ টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা দেশে জেলাভিত্তিক মোট চা বাগানের তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের তালিকা নিম্নে “ছক” আকারে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.১০: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০১।	সিলেট	১৯	১৫	০৪
০২।	হবিগঞ্জ	২৪	২৩	০১
০৩।	মৌলভীবাজার	৯২	৮৪	০৮
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩	১৭	০৬
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	-	০১
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১	-	০১
	মোট	**১৬০**	**১৩৯**	**২১**

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী মোট চা বাগানের সংখ্যা উল্লিখিত ৬ জেলায় সর্বমোট ১৬০টি। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপর্যুক্ত ১৬০ টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬ টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬০টি।
- ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৩৯টি।
- ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা - ২১টি।
- ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলী আধুনিকীকরণ করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

৪.৪ সায়রাত মহল

ছবি ৪.৪: জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন-কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। সভায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল এবং জাফর আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ।

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়। দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ,২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

৪.৪.১ জলমহাল

(ক) জলমহালের সংখ্যা:

- জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০ একরের উর্ধ্বে ও নীচে মোট জলমহালের সংখ্যা ৩৮,০৪৪/- (আটত্রিশ হাজার চুয়াল্লিশ)টি।

টেবিল ৪.১১: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে রাজস্ব আদায়

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	(২০ (বিশ) একরের উপরে ও নীচে জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	২০১৭-২০১৮	৮৪,২৪,২৪,৮৫৭.৭৮ (চুরাশি কোটি চব্বিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত সাতান্ন টাকা সাত আট পয়সা মাত্র)
২.	২০১৮-২০১৯	৯৭,৬৩,৬৬,২৮৪.০০ (সাতানব্বই কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি টাকা মাত্র)
৩.	২০১৯-২০২০	১০১,১১,০৪,৮১১.০০ (একশত এক কোটি এগার লক্ষ চার হাজার আটশত এগার টাকা মাত্র)
৪.	২০২০-২০২১	৮২,০০,৮৭,৮২৯.০০ (বিরাশি কোটি সাতাশি হাজার আটশত উনত্রিশ) টাকা।
৫.	২০২১-২০২২	১৭২,৭৩,৫৯,৫১৭/- (একশত বাহাত্তর কোটি তিয়াত্তর লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত সতের)

(খ) প্রাকৃতিকভাবে দেশে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছের নিরাপদ আবাসের জন্য বিভিন্ন জেলায় মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে;

(গ) জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অধীনে জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে;

(ঘ) অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিলের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে ইজারা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে এবং জলমহাল ইজারা প্রার্থীদের ভোগান্তি হ্রাসের পাশাপাশি স্বল্পসময়ে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে; এবং

(ঙ) অনলাইন ভূমি তথ্য ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি সারাদেশের জলমহালের নাম, আয়তন ইত্যাদি তথ্যাদি রয়েছে। উক্ত ভূমি তথ্য ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৪.৪.২ হাট-বাজার

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন হাটবাজার সৃষ্টি এবং বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে কোন কোন হাটের খাস আদায় করা হয়। হাটবাজারের মোট ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

টেবিল ৪.১২: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাকৃত হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাবিহীন হাটবাজারের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৭-১৮	৯,৭৪৭ টি	৭,৮৬৬ টি	১,৮৮১ টি	৪৪১,৫৬,৭১,৭৭১/- (চারশত একচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত একাত্তর)
০২	২০১৮-১৯	৮,৫৮৭ টি	৬,৫৪৯ টি	২,০৩৮ টি	৪১১,২৬,৪০,৯৩০/- (চারশত এগারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা)
০৩	২০১৯-২০	১০,০৯৮ টি	৭,৫০৪ টি	২,৫৯৪ টি	৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- (চারশত একাশি কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচশত ছয় টাকা)
০৪	২০২০-২১	৯,৯৯৩ টি	৭,৩৪৮ টি	২,৬৪৫ টি	৫৬৮,৫৬,৭০,৮৮৩/- (পাঁচশত আটষট্টি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তিরাশি টাকা)
০৫	২০২১-২১	৯,৯৯৩ টি	৭,৩৪৮ টি	২,৬৪৫ টি	তথ্যাদি না পাওয়ায় তা সন্নিবেশিত করা যায়নি।

৪.৪.৩ বালুমহাল

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন বালুমহাল সৃষ্টি এবং বালু না থাকার কারণে বালুমহাল বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে এবং কোন কোন স্থানে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের নানাবিধ জটিলতায় বালুমহাল ইজারাবিহীন থাকে।

টেবিল ৪.১৩: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন বালু মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান
০১	২০১৭-১৮	৭০৬ টি	৩৮১ টি	৩২৫ টি	৪৬,৭৪,৯৭,৫০৪/- ছেচল্লিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত চার টাকা)
০২	২০১৮-১৯	৫৫০ টি	৩০৮ টি	২৪২ টি	৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/-

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন বালু মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান
					(তেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা)
০৩	২০১৯-২০	৬২৯ টি	৩৪৩ টি	২৮৬ টি	৯১,০১,২৪,১০৮/- (একানব্বই কোটি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত আট টাকা)
০৪	২০২০-২১	৫৭৬ টি	২৯৫ টি	২৮১ টি	১২৯,০০,৯৬,২৬২/- (একশত উনত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা)
০৫	২০২১-২২	৫৭৬ টি	২৯৫ টি	২৮১ টি	তথ্যাদি না পাওয়ায় তা সন্নিবেশিত করা যায়নি।

৪.৪.৪ চিংড়িমহাল

সমগ্র দেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের কিছু জেলায় চিংড়ীমহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়।

টেবিল ৪.১৪: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চিংড়ীমহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৭-১৮	১৫৮৬ টি	১৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০২	২০১৮-১৯	১,৫৮৬ টি	১,৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০৩	২০১৯-২০	১,৩৮৩ টি	১,৩৭৮ টি	০৫ টি	২,৯৬,০০,৬১৯/- (দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছয়শত উনিশ টাকা)
০৪	২০২০-২১	১,৫৯৬ টি	১,৫৮৪ টি	১২ টি	২৬,৮৬,০৫৮/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটান্ন টাকা)
০৫	২০২১-২২	১,৫৯৬ টি	-	-	কক্সবাজার জেলার চিংড়িমহাল ইজারা নবায়ন কার্যক্রমের উপর মহামান্য হাইকোর্ট এর রিট

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চিংড়ীমহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
					পিটিশন নম্বর ৭৪৮৩/২০১২ মামলায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইজারা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বিধায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে চিংড়িমহাল হতে সরকারি কোন রাজস্ব আদায় হয়নি।

৪.৪.৫ লবণ মহাল

দেশের শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলায় লবণমহালের ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবত সকল মহাল ইজারার আওতায় রয়েছে।

টেবিল ৪.১৫: ২০২১-২২ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন লবণ মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৭-১৮	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০২	২০১৮-১৯	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০৩	২০১৯-২০	১৫৪ টি	১৫৪ টি	-	২২,৬৮১/- (বাইশ হাজার ছয়শত একাশি টাকা)
০৪	২০২০-২১	১৬৫ টি	১৬৫ টি	-	১,৪৭,৪৫৫/- (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন)
০৫	২০২১-২২	১৬৫ টি	১৬৫ টি	-	১০,২৪,২৭৩/- (দশ লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশত তিহাত্তর)

৪.৫ আইন

ছবি ৪.৫: ভূমি রাজস্ব আদালতে অনলাইন শুনানি কার্যক্রমের উদ্বোধন
৯ জুন ২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুর উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত চারটি অধিশাখা/ শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অধিশাখা-৪। এই চারটি অধিশাখা/শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আইন ও মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

৪.৫.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম

(ক) ভূমি বিষয়ক নতুন আইন সৃজন

র্তমান সরকারের অন্যতম অংগীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ম্যধ্যমে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ে ভূমি সেবা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং আইনের যুগপোযুগী বাস্তবায়ন। বর্তমানে প্রচলিত আইনসমূহ অনেক পুরাতন। বর্তমান সময়ে মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য প্রচলিত আইনসমূহের যুগপোযুগী আধুনিকায়ন করা ও সময়ের চাহিদা পূরণে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বর্তমান সচিব মহোদয় বিভিন্ন আইনের সংশোধন সংযোজন, বিয়োজন এবং নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ সংক্রান্ত (১) The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 2022 (2) প্রস্তাবিত ‘ভূমি আপিল বোর্ড আইন (সংশোধন), ২০২২ (৩) ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২ এবং (৪) ভূমি ব্যবহার ও মালিকানা স্বত্ব আইন, ২০২২।

(খ) মামলা

০১/০১/২০২২ তারিখ হতে ৩১/০৯/২২ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে ৮৩৭ টি রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২০২২ সালে ২০টি এটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

(গ) ‘ক’ তালিকাভূক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য

টেবিল ৪.১৬: ‘ক’ তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য

	ক' তালিকাভুক্ত মোট জমি (একরে)	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ (একরে)		পুঞ্জিভূত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ			
		মালার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একরে)	মামলার সংখ্যা		জমির পরিমাণ (একরে)	
				সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে
০১।	২৪০,০৪৮.৩৪৮	১১৪,৩১০	১২৭,১৫৪.৪২	১৯,১৭৮	১৪,৭১৪	১৬,২৬০.৬৪৪	১২,১১৫.৯১

(গ) ‘ভূমি উন্নয়ন কর

টেবিল ৪.১৭: ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

অর্থ বছর	মোট দাবী	মোট আদায়	**আদায়ের হার%**
২০২১-২২	১৫৬৮,৫৪,২০,৯৭৮	৮৬৭,৮৬,১৮,৭০৪	৫৫.৩৩%

৪.৬ বাজেট ও নিরীক্ষা

সম্পূরক মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (পরিচালনা ও উন্নয়ন) ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৩৩,৬৮,০০,০০০/- টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৯৯৪,৭০,৩৮,০০০/- টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাড়িয়েছে পরিচালন খাতে ১২৩৩,৪৮,৫৮,০০০/- টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৭৯৫,৫১,৬৩,০০০/-টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২২২৮,৩৮,৩৮,০০০/- টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল ৪.১৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০২১-২২ বাজেট	২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট
০১	সচিবালয়	৬৭,৯৫,২১	৬১,১৭,০৫
০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	২,৭৫,১৯	২,৮১,১৯
০৩	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক রাজস্ব এ কার্যালয়সমূহ	২,৮৭,০৮	২,৮০,০৮
০৪	রাজস্ব হিসাব কার্যালয়সমূহ	১৬,৩৮,৫৮	১৫,২১,৪৮
০৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৬,৫৪,৫৭	১৫,৪৪,৫৭
০৬	উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়সমূহ	৪,৮৮,৪৫	৪,৭৩,৪৫
০৭	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১২১,১২,২৭	১২২,৯৭,২৭
০৮	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	২৯৮,৪৩,৯৪	২৯২,৩০,৫৩
০৯	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৪৬০,৭৯,৬৪	৪৭২,০৩,২৮
১০	মেট্রো থানা ভূমি অফিসসমূহ	১৪,১০,০০	১৪,৩৩,৫০
১১	সার্কেল ভূমি অফিসসমূহ	৪,৪১,১৬	৫,৬৭,১৬
১২	ভূমি আপীল বোর্ড	৬,৭২,৪৫	৬,১০,৯৫
১৩	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১১,২৮,২৪	১১,৩২,২৪
১৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৫৫,৪৪,৮২	৫৫,২৩,৯১
১৫	দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৬,৩২,০৯	৫,৬৫,২২
১৬	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৩,৫৪,২০	২২,৬৮,৫৪
১৭	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১১৯,১১,৭৬	১২২,০০,০৬
১৮	ভূমি কমিশন	৯৮,৩৫	৯৮,১০
	উপমোট	১২৩৩,৬৮,০০	১২৩৩,৪৮,৫৮
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	৯৯৪,৭০,৩৮	৭৯৫,৫১,৬৩
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	২২২৮,৩৮,৩৮	২০২৯,০০,২১

টেবিল ৪.১৯: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০২১-২২)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)				
১	২	৩	৪			
ভূমি মন্ত্রণালয়	৪১	০.৭৮৮৮	০	০২	৩৯	-
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ পর্যায়ের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন)	৩৬	৪০১.৪৩	০	০	৩৬	-
ভূমি আপীল বোর্ড	১৯	৪৩.১৭	০৯	-	১৯	-
ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৭৩	৮৫.৭৯	১৭৩	১০২	৭১	-
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	-	-	-	**কোনো অডিট আপত্তি নেই।**
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)এর দপ্তর	২৬৯	৫৩১.১৭৮৮	১৮২	১০৪	১৬৫	
মোট	৪১	০.৭৮৮৮	০	০২	৩৯	-

৪.৭ জরিপ

ছবি ৪.৬: ১২৭ তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব
১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ১২৭ তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, জবাবদিহি এবং গণমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান জরিপ কার্যক্রমও আধুনিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর GNSS (Global Navigation Satellite System)/ ETS (Electronic Transfer Station) মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় চলমান ডিজিটাল জরিপকে ‘‘বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (Bangladesh Digital Survey)’’ সংক্ষেপে BDS নামে নামকরণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ । এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপিল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত

প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৬৫ সালে এস.এ রেকর্ডের ভিত্তিতে আর,এস জরিপ শুরু হয়। আর.এস জরিপ ৬টি বৃহত্তর জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ) সার্কিট পদ্ধতিতে অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ৭টি মৌজা ব্যতীত ২২৯৮০টি মৌজার আর.এস জরিপ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১ম ধাপে ১০টি এবং ২য় ধাপে ০৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সারা দেশের ১০৬৭টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৪.৮ অধিগ্রহণ

জনসাধারণের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

ছবি ৪.৭: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩১ তম সভা

২২ ডিসেম্বর ২০২১ সালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩১ তম সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

৪.৮ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ছবি ৪.৮: ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভূমিমন্ত্রী

২৯ নভেম্বর ২০২১ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতী, জেলে, কামার, কুমার, মুচি ইত্যাদি পেশা-কেন্দ্রিক গুচ্ছগ্রাম স্থাপন তথা স্থানীয় লক্ষ্যভিত্তিক করে গুচ্ছগ্রাম বাস্তবায়নের সক্ষমতা যাচাই করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৮.১ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

১. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)

ছবি ৪.৯: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চল সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা' । পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ২-এর আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯৪১.৮১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর' ১৫ হতে জুন' ২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯৩৭টি গুচ্ছগ্রামে ৩৬,৪৭৮ টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকূপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলদ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও লিঙ্গ সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারি করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত

গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গানে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গানের ফলে দুর্গত পরিবারকে ন্যূনতম ০.১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিস্ট্রি কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- পুনর্বাসিত পরিবারের-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান;
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

(ঘ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারি ল্যাটিন নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০টাকা -/;
- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন;
- প্রতি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান;
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটিরকাজ) সম্পাদন;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ;
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

(চ) ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.২০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
১	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-১	জুলাই ১৯৮৮-জুন ১৯৯৮	১০৮০	৪৫৬৪৭	জিওবি এবং ইসি (৮৭.৫৩)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	জুলাই ১৯৯৮-ডিসেম্বর ২০০৮	৪২৭	২৫৩৮৫	জিওবি এবং ইসি (১৬৫.৯৫)
৩	গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)	জানুয়ারী ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৫৪	১০৭০৩	জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল জেডিসিএফ) (১৮৪.০৮)
৪	গুচ্ছগ্রাম -২য় পর্যায় (সিভিআরপি)	অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২১	৯৪৩	৩৬,৪৭৮	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) জুন/২০ পর্যন্ত খরচ ৭০২.৬৮৪৩ কোটি টাকা
		সর্বমোট	২৭০৪ টি গ্রাম	১,১৮,২১৩ পরিবার	১১৪০.২৪৪৩ কোটি টাকা

টেবিল ৪.২১: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক১-
			হিরামানিক২-
২	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
৩	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
৪	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর২-
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া১-
৫	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান১ -
		গঙ্গাচড়া	আরজি জয়দেব
৬	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
৭	ফরিদপুর	ফুরিদপুর সদর	কবিরপুর৫-

ছবি ৪.১০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন

৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

ছবি ৪.১১: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। গুচ্ছ গ্রামের বসবাসরত ১২০ টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল তুলে দিচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী

চিত্র ৪.১২: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

চিত্র ৪.১৩ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর

চিত্র ৪.১৪: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর

চিত্র ৪.১৬: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

২. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

ছবি ৪.১৭: সিডিএসপি-বি প্রকল্পে ভূমিহীন পরিবারের খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব
১৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প- ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) এর উদ্যোগে ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বন্দোবস্তকৃত প্রায় তিন শত একর কৃষি খাস জমির খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ।

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটির পূর্বের ৪টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় (এ পর্যন্ত ৩৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৪,০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম সমাপ্ত) ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ৩ বছর মেয়াদি সিডিএসপি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। । ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি ২০২২ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে ৬০০০ ভূমিহীন পরিবার ৭,০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত পাবে। ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও সমাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একই সাথে উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চল বিশেষত উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

(২) উপকূলীয় চরাঞ্চলের ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(১) নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঞ্জুলিয়ায় বসবাসরত ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ;

(২) উড়ির চরে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করণে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(৩) ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LRMS) সফটওয়্যারটির জিআইএস ভিত্তিক উন্নয়ন।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড

১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, সংসদ সদস্য বেগম আয়েশা ফেরদৌস-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৫০৮ টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১৭,৫৬০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

৩. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প

৪.১৮: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস

ডান পাশের ভবন বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মিত হচ্ছে এবং বাম বাম পাশেরটি দেশের অন্যান্য সব এলাকায় নির্মিত হচ্ছে

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না । তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ২০১৪ সালে "উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প" বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে । এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের

অর্থায়নে সারাদেশের ৫০১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৭৪৬.৭৮০২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা;

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা ।

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মত ভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(গ) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরির কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (সমাপ্ত)

ছবি ৪.১৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমি ভবন উদ্বোধন

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবন কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন।

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই বছরের মধ্যে প্রকল্প নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ভূমি মন্ত্রণালয় project acceptance করে নিবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে

অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান ও সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে জনগণকে সহজতর “One Stop Service” প্রদানের পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার নিমিত্ত তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২টি বেজমেন্টসহ মোট ২০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস ইত্যাদি দপ্তর ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে আছে। এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

তেজগাঁওতে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

ছবি ৪.২০: উদ্বোধনের পূর্বে ভূমিমন্ত্রীর ভবন পরিদর্শন

ছবি ৪.২১: ডিপিডিসি'র সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

৫. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

ছবি ৪.২২: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল ভূমি মালিককে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিক ভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ে এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।
- ৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা। চলমান ৪৫৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন করা

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা, এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট আয়তনের ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি), ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১-তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিসকক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, বারান্দায় ১টি অপেক্ষমাণ এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি থাকবে।রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রিল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

(চ) প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২(দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগিতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ।

(ছ) ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিষয় নির্ধারণ করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাৎসরিক ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

(জ) ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

৬. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপস ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তি যথা, গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস), স্যাটেলাইট ইমেজারী, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন (ইটিএস) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন। জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, দ্রুত ও উন্নত ভূমি তথ্য সেবা সকল ভূমি মালিকের মাজে পৌঁছে দেওয়া।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থানে ৫৮৯ টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ (মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড) সম্পন্নকরণ;

২. ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ডের সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৩. সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সেটেলমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগর মধ্যে ল্যান্ড ডাটা বেইজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস (জেডএসও), উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস (এএসও অফিস), জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) প্রত্যাশিত সুফল

(১) ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেট ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

(২) ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবে;

(৩) মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের মধ্যে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় রেকর্ড দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট দেখা যাবে;

(৪) ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবে;

(৫) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

(৬) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

(৭) নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান প্রদান করা যাবে।

(ঙ) প্রকল্প এলাকা

৩টি সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী

১টি পৌরসভা: মানিকগঞ্জ এবং

২টি গ্রামীণ উপজেলা: ধামরাই উপজেলা এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

(চ) প্রকল্প ব্যয়

সর্বমোট: ৩৫১.৮৬২২ কোটি টাকা

জিওবি: ৭০.৮২৯৬ কোটি টাকা

প্রকল্প সাহায্য: ২৮১.০৩২৬ কোটি টাকা

৭। ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

ইনফোগ্রাফ ৪.১: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (ডিজিটাল বাংলাদেশ) গঠনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার নাম ‘‘ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প”। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন” শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। একটি সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত মানের ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার তৈরি করে ও তা মাঠ পর্যায়সহ ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল অফিসে বাস্তবায়ন করা এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্প ব্যয় ১১,৯৭০৩.১৮ লক্ষ (এগারশত সাতানব্বই কোটি তিন লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা।

প্রকল্পটি এই অর্থবছরে চালু হওয়ায় অফিস ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে প্রকল্পের পরিচালকসহ, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা (ডোমেইন) বিশেষজ্ঞ। অপরজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পে সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সচল রাখতে এ প্রকল্প হতে মোট ৫২,৩১,৯৯,৭৮০/- টাকা এই অর্থবছরে ছাড় করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

সার্বিকভাবে এ প্রকল্প ভূমি সেবার মান বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পে প্রত্যাশিত ফলাফল পাবে নাগরিকগণ, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। নাগরিকদের জন্য প্রকল্পটি একটি আধুনিক (ডিজিটালাইজড), স্বচ্ছ ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনা উপহার দিবে। ইলেকট্রনিক রাজস্ব আদালত প্রতিষ্ঠা পাবে এবং ইহা ভূমি সংক্রান্ত মামলা কমাবে। ফলে দেওয়ানি আদালত ও রাজস্ব আদালতে মামলা জট কমে আসবে। ভূমির মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এবং ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে ফলে

একটি স্বচ্ছ ভূমি বাজার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সার্বিকভাবে এ প্রকল্প সমন্বিতভাবে ভূমি প্রশাসনের সকল সেবা পরিকাঠামোকে জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে পারবে। সার্বিকভাবে যে ফলাফল বয়ে নিয়ে আনবে তা নিম্নরূপ:

<u>নাগরিকদের জন্য সুবিধা:</u>

- ভূমি সংক্রান্ত যে কোন সেবা পাওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন;
- অনলাইন পেমেন্টে গেটওয়ের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য ফি লেনদেন করা যাবে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রমাণকের নিশ্চয়তা জানতে পারবেন;
- জনগণ ভূমি নিবন্ধন, নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (রেকর্ড সংশোধন), মৌজা ম্যাপ/চিটা নকশা প্রাপ্ত অনলাইনে প্রাপ্ত হবেন;
- নামজারি-জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (মিউটেশন) প্রক্রিয়া সহজ ও সরল হবে; (ওয়ারিশ মোতাবেক হিস্যা নিশ্চিত হবে)
- ভূমি মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে;
- ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে;
- অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্য, ক্ষতিপূরণ অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং সহজ ও সরল হবে;
- রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার অনলাইন উপাত্ত ভান্ডার হবে এবং সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে;
- খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে হবে;
- সায়রাত মহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা ই-টেন্ডারের মাধ্যমে হবে ফলে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হবে;
- জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি কমবে;
- বাংলাদেশের যে কোন ভূমির বিস্তারিত ইতিবৃত্ত অনলাইনে পাওয়া যাবে;

<u>প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা:</u>

- ভূমি অফিস ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ইলেকট্রনিকিলি যুগপদভাবে কাজ করবে;
- ভূমি নিবন্ধন তথ্য ও মৌজা ম্যাপের চিটা নকশা সহকারে খতিয়ান সরবরাহ করা যাবে;
- আধুনিক এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে;
- ভূমি সংক্রান্ত সকল ধরণের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে;
- বাস্তব সময় ভিত্তিতে সকল রেজিস্টার অর্থাৎ সিস্টেমের সকল অঙ্গ (মডিউল) হালনাগাদকরণ হবে;
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে;
- ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্যান্য ফি অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হবে ফলে রাজস্ব আদায় ৩-৪ গুন বৃদ্ধি পাবে;
- জনগণের কাছে সরকারের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হবে;
- বেতন কাঠামো ব্যবস্থাপনাসহ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়বে;
- সিস্টেম থেকে উপজাত হিসেবে "নির্ভুল ভূমি ডাটা ব্যাংক" তৈরি হবে;
- ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রম ড্যাশ বোর্ড এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাস্তবসময় ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুবিধা:

- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংক্রান্ত সেবা পরিচালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- জনবান্ধব সেবা দানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হবে।

(গ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

কারিগরিধর্মী এ প্রকল্পের আওতায় ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবাকে একটি ছাতার নিচে এনে তা পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা হবে। সকল ধরণের ভূমি সেবা সনাক্তকরণের মাধ্যমে সেগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপ এবং গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্লাস্টারভিত্তিক একটি করে সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। সকল সফটওয়্যারকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা হবে যেন নাগরিকগণ একটি জায়গা থেকেই সকল ধরণের ভূমি সেবাপ্রাপ্ত হতে পারেন।

এ সফটওয়্যারগুলো কাস্টমাইজড করার জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। ১ম দুই বছরে সফটওয়ারগুলো প্রণয়ন করা হবে। ৩য় বছরে সফটওয়ারগুলো ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, ঐ বিভাগের অন্তর্গত একটি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঐ জেলার অর্ন্তগত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সকল উপজেলা ভূমি অফিস, সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে টেস্টিং করা হবে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) কার্যালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উক্ত সফটওয়ারের কার্যকারিতা যাচাই/পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্পের ৪র্থ ও ৫ম বছরে সমন্বিত সফটওয়ারটি সারা দেশে চালু করা হবে।

৮। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)

ইনফোগ্রাফ ৪.২: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

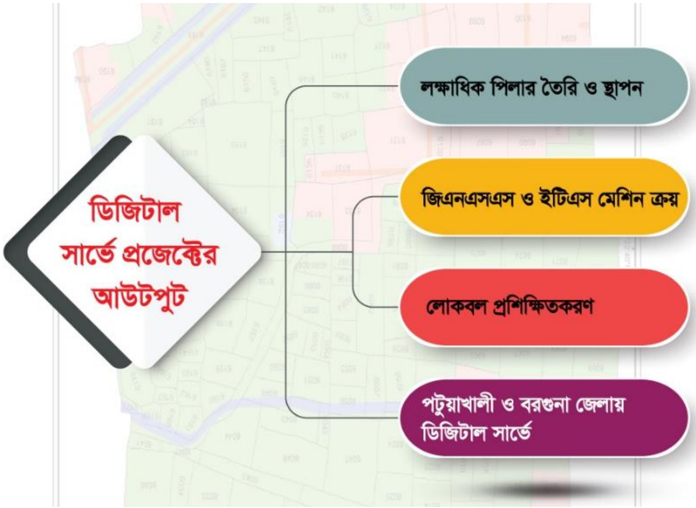

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

এ প্রকল্পের মাধ্যমে (ক) পটুয়াখালী জেলার ৮টি এবং বরগুনা জেলার ৬টি সহ ১৪টি উপজেলার ডিজিটাল মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা; (খ) ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ৪৭০টি উপজেলায় সকল আরএস খতিয়ান, মৌজাম্যাপ স্ক্যানিং, স্কেলিং, ভেক্টরাইজিং, জিইওডেটিক সার্ভে এর মাধ্যমে জিওরেফারেনসিং করে ডিজিটাল মৌজাম্যাপ প্রস্তুত করা; (গ) Digital Land Surveying System (DLSS) প্রতিষ্ঠা করা; এবং (ঘ) ১০০ জন ToT এবং ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা হিসেবে সারাদেশে ৪৫৯টি ও ঢাকা মহানগরীর ১১টিসহ মোট ৪৭০টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা, এ্যাকসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইডিসিএফ প্রকল্প, পলাশ ও সাভার উপজেলা ব্যতীত) উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার ০৮টি এবং বরগুনা জেলার ০৬টি উপজেলাসহ মোট ১৪টি উপজেলার ভূমি জরিপ করার মাধ্যমে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা;
- সমগ্রদেশের ০৩% এলাকা; সুবিধাভোগী-পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা কারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- ০৩টি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে ৪৭০টি উপজেলায় (ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত ‘ডিএলএমএস’ প্রকল্পভুক্ত ০৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলাসহ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সকল সর্বশেষ প্রকাশিত আর,এস(রিভিশনালসার্ভে) মৌজাম্যাপ এর ‘মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প’ হতে প্রাপ্ত Digitized কপিকে Geodetic Surveying এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মান দ্বারা Geo-referencing করে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
- সুবিধাভোগী-প্রকল্প এলাকার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সবধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনাকারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল ল্যান্ডসার্ভেয়িং সিস্টেম (DLSS) প্রতিষ্ঠাকরা, যা জনগণের প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং জমিতে মালিকানার আস্থা সুরক্ষিত রাখবে;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের জন্য ১০০জন টিওটি (ট্রেনিংঅবদি ট্রেনার)সহ মোট ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সারোদেশে ৭০৫০ টি Geodetic Control Point এবং ২৫৩২৬০ টি GPS Pillar বসানোর পরিকল্পনা আছে।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

বর্ণিত প্রকল্প এর আওতাভুক্ত উপজেলা ও রেভিনিউ সার্কেল সংখ্যা ৪৭০টি (৬১টি জেলার ৪৫৯টি উপজেলা ও ঢাকা মহানগরীর ১১টি রাজস্ব সার্কেল)। ৩২টি উপজেলা (০৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা, ০৩টি সিটি কর্পোরেশন - নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং ০২টি গ্রামীণ উপজেলা - ঢাকা জেলার ধামরাই ও কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলা, জামালপুর জেলার সদর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা এবং নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা) এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়।

৯। মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

“মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প” -টি মোট ৩৩৭.৬০০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৯ μ ০৯ μ ২০২০ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পটি সমগ্র দেশের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, “মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প” -টির আওতায় ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত মৌজা শিট এর স্কেন কপি এবং ডিজিটাইজড কপির ওপর কোন নির্দিষ্ট এলাকার রিমোট সেন্সিং ইমেজ সংগ্রহ পূর্বক তা প্রক্ষেপণ করে মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্র প্রণয়ন করত: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এটি প্রধানত: প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের প্লট নাম্বার এবং প্লট ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাদি ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্রে সন্নিবেশিত করা হবে বিধায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই তথ্য ব্যবহার করে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

<u>সার্বিক উদ্দেশ্য:</u>

- ভূমির গুণাগুণ অনুযায়ী ভূমিকে প্লটওয়ারী কৃষি, আবাসন, বাণিজ্যিক, পর্যটন ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সারাদেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডাটা বেইজ প্রণয়ন;
- ভূমি জোনিং ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আায়োজন এবং সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক 'ইউনিট' গঠন।

<u>সুবিধা:</u>

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমগ্র দেশে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের অনুকূল ও বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে;
- প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের দুই ফসলী ও তিন ফসলী কৃষি জমি চিহ্নিত করা হবে। ফলে কৃষি জমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণী ভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি প্রধানত: কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে;
- প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক দর্শন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

(ঘ) প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট হতে ১,৩৮,৪১২ টি মৌজা ম্যাপ শিট সংগ্রহ ও স্ক্যান করা;
- স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ সমূহ ডিজিটাইজড/ সফটকপি প্রণয়ন করে জিওরেফারেন্সিং করা;
- ক্রয়ের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করা;
- সংগ্রহীত স্যাটেলাইট ইমেজ এর ওপর, ইমেজ প্রসেসিং, ইমেজ ক্লাসিফিকেশন, ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে প্রাপ্ত ল্যান্ড ইউজ সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিজিটাল মৌজা ম্যাপে প্রতিস্থাপন করে "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতকরণ;
- মাঠ পর্যায় হতে বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা;
- স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্যের সাথে মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই করা;
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা;
- সংগৃহীত তথ্য অধিকতর যাচাই বাছাই ও পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা।
- কোন এলাকার ভূমি জোনিং সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন না হওয়া পর্যন্ত কোন সংশোধন বিষয়ে প্রকল্পকে অবহিত করণের জন্য মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব প্রদান;
- প্রকল্পের তথ্যাবলী ডিএলআরএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের সাথে Linkage স্থাপন করা:

- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব পেশ করা;
- চূড়ান্তভাবে ভূমি জোনিং ম্যাপ, প্রতিবেদন মুদ্রণ ও দাখিল করা।

৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী ব্যয়

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

টেবিল ৪.২২: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	আরএডিপিতে বরাদ্দ (প্র:সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	৯৪১.৮১৩০ (-)	১৪০.০০ (-)
২	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১০.৯৪৪২ (৭.৮৭৭১)	৪.৭৭ (৩.৬১)
৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৭৪৬.৭৮০২	৯৩.৩০
৪	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	সমাপ্ত	সমাপ্ত
৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১)	৭১৫.৪৭০০ (-)	১৫০.০০ (-)
৬	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৫১.৮৬২২ (২৮১.০৩২৬)	৬০.০০ (৫০.০০)
৭	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১১৯৭.০৩	১৪২.৩৯
৮	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১২১২.৫৫	১২.০২
৯	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	৩৩৭.৬০	৩৫.০০

চার্ট ৪.১: ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা

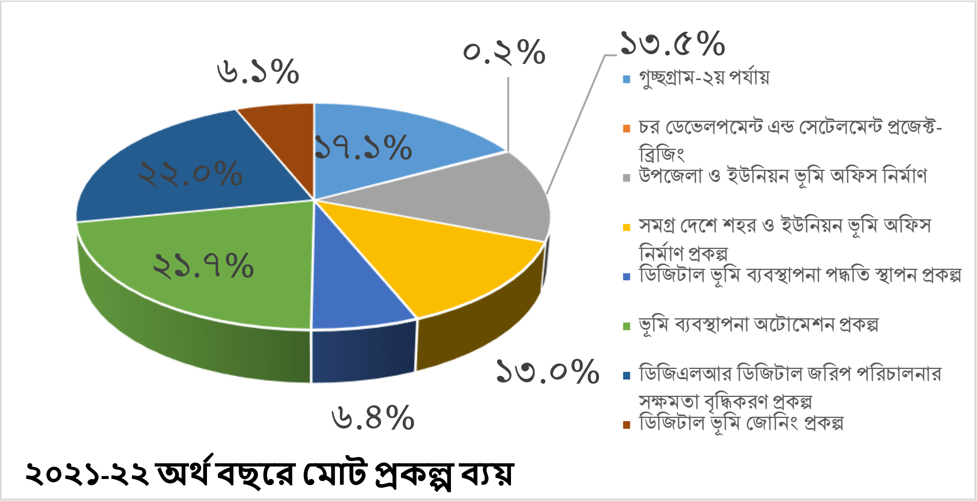

পঞ্চম অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

৩.১ ভূমিকা

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূলত সরকারি কার্যক্রমকে 'পদ্ধতি নির্ভর' হতে 'ফলাফল নির্ভর' করা হয়েছে।

ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর

১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থেকে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এর নিকট হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত স্কোর - ___/১০০

ছবি ৩.২: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট, ২০২১ থাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ-এর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা করেন।

ছবি ৩.৩: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ। এ সময় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৩.৪: ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদযাপন

৭ মার্চ ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ রাজধানীর বিয়াম প্রাঙ্গণে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এসময় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান সোলেমান খান সহ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৩.৫: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিনে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ-এর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১৩ই আগস্ট ১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ মোতাবেক তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি পৃথক বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প(Vision)** - দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
- **অভিলক্ষ্য(Mission)** - দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

৫.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কর্মদায়িত্ব

- সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন
- ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা(বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ)
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন,তত্ত্বাবধানও পরিবীক্ষণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

<u>৫.১.৪ ভূমি সংস্কার ২০২১-২২ এ প্রধান কর্মকান্ড</u>

- সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে লক্ষ্যে উন্নত ভূমি সেবা ও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারী কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৪৯২ টি উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। এ পর্যন্ত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ৫৮,৮৩,৮৮২ টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫২,৩৬,৪৭৫ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। আগামী ২০২৩ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।
- ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ই-নামজারী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, মেট্রো, সার্কেল ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ২১১টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ৩৯২ টি ল্যাপটপ, ৫৮৩ টি প্রিন্টার, ৫৩২টি স্ক্যানার, ফটোকপি মেশিন ২৮টি ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের (ক) ই-মিউটেশন System (খ) Budget Management System (গ) Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে (ক) Land Development Tax Management System (খ) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।
- LIMS এর বিভিন্ন Module সার্বক্ষনিক চালু রাখার লক্ষ্যে Support Maintenance Service ক্রয়ের নিমিত্ত ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে Mysoftheaven (BD) Ltd. এর ০৩-১০-২০১৯ তারিখে Annual Maintenance contract (AMC) for Customization, Enhancement and Maintenance service ৩ (তিন) বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী Mysoftheaven (BD) Ltd. Software এর Enhancement, Customization, Support & Maintenance service এর কার্যক্রম চলমান আছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূমি

উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৬৪১,০২,২৩,৮০৪/- টাকা আদায়ের হার ১১১.৫৬%এবং সংস্থা ১৬৩,৫৭,২৮,৯০৮/- টাকা আদায়ের হার ১৭.৭৮%।

ছবি ৫.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাঝে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২৭ জুন, ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল।

৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড

৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি

মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে আমাদের কৃষি নির্ভরশীল দেশে ভূমির গুরুত্ব আরো বেশী। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংকট দিনদিন প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইনের জটিলতা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ধরে এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ্য ভিত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গভীরভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনর সাথে সম্পৃক্ত। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

অতীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত কর আদায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বুঝাতো। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু কর আদায়কেই বুঝায় না বরং ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে গণমানুষের ভোগান্তি হ্রাসসহ ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। তদানীন্তন ভারতের অংশ হিসাবে এদেশে সর্ব প্রথম ১৭৭৬ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক "বে ার্‌ড অব রভেনিউি" গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতেন এবং "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তখন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে কালেক্টর এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সানে "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন জমিদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও মহারাজাদের কার্যক্রম ১৭৯৩ সনের স্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশন মতে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহালের পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজস্ব বিষয়ক প্রায় সকল আইন বাতিল হয়। এছাড়া ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা তারিখ/সন প্রদান পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় এবং "বোর্ড অব রেভিনিউর" গুরুত্ব কম বিবেচিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে ১৯৮০ এর দশক অনুরূপ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৮১ সনের ১৩ নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সানের ১৬ মার্চ ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

ভূমি রাজস্ব মামলায় জনগণের সুবিচার প্রাপ্তি, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ পরবর্তী জাতীয় সংসদে পাস হয় ও ৩১ মে, ১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ভূমি আপীল বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- বাদী/বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দলিলপত্র পরীক্ষা পূর্বক বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান;
- যথা সম্ভব শুনানির দিন কম ধার্য করে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান;
- মামলা নিষ্পত্তির পর স্বল্পতম সময়ে বাদী/বিবাদীকে আদেশের কপি প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগাত নিরীহ জনগণের ভোগান্তি লাঘব করা;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়াই সেবা পৌঁছে দেয়া।

৫.২.৩ কার্যাবলী

- ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারি জমাখারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পি.ডি.আর. এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
- অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
- ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
- অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান;এবং
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫.২.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম

- ভূমি আপীল বোর্ডের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৬৬৬ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারকি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শণ ও অনুবীক্ষণ ও মূলায়ন করা হয়েছে এবং এতে জনগণের বিচারিক সেবার মান উত্তোরত্তর বৃদ্ধি হয়েছে;
- Annual Performance Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

ছবি ৫.২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২৭ জুন, ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান।

৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের

৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে ভূমি রেকর্ড দপ্তর Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প** (Vision) - জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।
- **অভিলক্ষ্য** (Mission) - দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

৫.৩.৩ কার্যাবলী

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
- প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন ।
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিসিএস (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

৫.৩.৪ ২০২১-২২ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

- ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ: জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর, চট্রগ্রাসহ ১৪টি জোনে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার

জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে রেকর্ড ও নকশা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

- খতিয়ানসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম গ্রহণ (১) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ১০.০০ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৭.২৪ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে। (২) গত ২০১৭ খ্রি. সন হতে মার্চ ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সফট বিডি লিমিটেড-কে ওয়েব সাইডে আপলোড করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। যা সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে সংরক্ষিত আছে।
- অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার এর ব্যবহার: অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডায়নামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ঢাকা জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- Economic Development Cooperation Fund (EDCF), দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Establishment of Digital Land Management System(EDLMS) প্রকল্পটি ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি গ্রামীন উপজেলায় plot to plot জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ

টেবিল ৫.১: ‘আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ

	সেক্টরের নাম	পিলার সংখ্যা		
		মেরামত	মেরামত	মেরামত
০১।	বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টর	৬৭	৩৪	১০১
	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টর	১৯৪	১১৭	৩৭১
	বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর	১৬৭	৪০৯	৫৬৭

ছবি ৫.৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২৭ জুন, ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম এনডিসি।

৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে “ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি” নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার “ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি” কে স্থায়ী রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে “ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি” ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে “ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র” নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- ভিশন: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন।
- মিশন: ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৫.৪.৩ কার্যাবলী

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা ও আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।এটি৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৪) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৫) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তরসংস্থার কর্মকর্তা ও/ কর্মচারীগণের (কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নামজারি সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) বেসিক কম্পিউটার কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর / সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৭) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

<u>৫.৪.৪ ২০২১-২২ কার্যক্রম</u>

- উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১৬৫জন, বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ২৬৭জন, ভূমি অধিগ্রহণ কোর্সে ৫৯+৫৬, বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১৫৫জন, মৌলিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স ৪৩ জন, বেসিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ১১৪জন, বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১১২এজন, জেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স ৬৫০জন সহ মোট ২৬৭২ জন বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা ৮ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টারের প্রতিশ্রুত অভ্যন্তরীণ সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে নৈমিত্তিক ছুটি ও অর্জিত ছুটি আবেদন, ছুটির হিসাব হাল- নাগাদকরণ এবং ছুটি মঞ্জুর প্রক্রিয়া ওয়েব বেইজভ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ।
- ই-ডরমিটরি : ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কোর্সে মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ডরমিটরির সিট বরাদ্দের কার্যক্রম কোর্স শুরুর পূর্বে অনলাইনে সম্পাদনের লক্ষ্যে ই-ডরমিটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর ফলে কোর্সে মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীগণ কোর্সে যোগদানের পূর্বেই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অনলাইনে ডরমিটরির সিট বরাদ্দ পেয়ে থাকেন । ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় একটি ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ই-ডরমিটরি স্থাপন করা হয়েছে।

ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
২৭ জুন, ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো: আব্দুল হাই।

৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর

৫.৫.১ পটভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ওয়ারী অডিটকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ ও রাজস্ব বিভাগ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগ এর সাথে পরামর্শক্রমে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision): দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি যথাযথ খাতে জমা প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় রোধ করা এবং সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৫.৫.৩ কার্যাবলী

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহের অর্থবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকে:

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ ;
২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ ;
৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ ;
৪. ভূমি আপীল বোর্ড ;
৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;
৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ; এবং
৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

\

৫.৫.৪ ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম

(ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্বখাতভূক্ত ৫০০৪টি অফিসের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০১৪টি রিপোট দাখিল করা হয়। উক্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমান বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ :

টেবিল ৫.২: ২০২১-২২ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	৮৬,৫৫,৪২০/-	৩,০৩,৫৬,২৮৫/-
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	১৭,৭৩,৫৯১/-	২,৬৮,৬৮,০১১/-
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	৮১,১৭,৬৩৮/-	৩,১৪,৫২,৭৭২/-
৪.	সিলেট বিভাগ, সিলেট	৩,৫০,৩৯০/-	২৪,০৪,৯১৩/-
৫.	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	২১,০৬,২৮২/-	২০,৮৩,৯৭৪/-
৬.	রংপুর বিভাগ, রংপুর	২০,৫৮,০১৯/-	৩৪,০৫,৪৫৭/-
৭.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	৮,০০,৯৫৬/-	১,৩৪,৫৪৩/-
৮.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	২৩,০৬,৫৪৫/-	৪০,০৪,১৫৯/-
৯.	বিশেষ প্রতিবেদন	৯২,৭৪,৯৫৬/-	২,১২,৫৫৪/-
	সর্বমোট=	**৩,৫৪,৪৩,৭৯৭/-**	**১০,০৯,২২,৬৬৮/-**

ছবি ৫.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
২৭ জুন, ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) মোঃ মশিউর রহমান।

বিবিধ কার্যক্রমের ফটোগ্যালারি

চিত্র ৬.১: ২০২২-২৩ প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনায় ভূমিমন্ত্রী
২২ জুন, ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন

চিত্র ৬.২: 'উন্নয়নের নতুন জোয়ার...' অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী
৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী উন্নয়নের নতুন জোয়ার বদলে যাওয়া কক্সবাজার' অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন এবং শপথে নেতৃত্বদান করেন।

চিত্র ৬.৩: জুরিখে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের জুরিখে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা শীর্ষক রোডশো উদ্বোধন করেন

চিত্র ৬.৪: জেনভায় পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা শীর্ষক রোডশো উদ্বোধন করেন

চিত্র ৬.৫: ম্যানচেস্টারে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী
০৮ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা শীর্ষক রোডশো উদ্বোধন করেন

চিত্র ৬.৬: বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলনে ভূমিমন্ত্রী
২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ঢাকায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ২০২১-এ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত সেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

চিত্র ৬.৭: সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত নাথালি শিউআখ্ মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৮: ভারতীয় হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ
১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় মান্যবর হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৯: ইরাকের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সের সৌজন্য সাক্ষাৎ
৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরাকের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স আবদুসসালাম সাদ্দাম মোহাইসেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

চিত্র ৬.১০: জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স' ও 'সমুন্নয়'র উদ্যোগে ঢাকায় 'ভূমি বিষয়ক আইন ও নীতি: চরাঞ্চলের বাস্তবতা' শীর্ষক এক জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথির ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

চিত্র ৬.১১: সীতাকুন্ডে আহতদের দেখতে ভূমিমন্ত্রী
৬ জুন, ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে কনটেইনার বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে যান ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

চিত্র ৬.১২: উইসিস পুরস্কার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ভূমিমন্ত্রী
৩১ মে ২০২২ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উইসিস পুরস্কার গ্রহণের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

চিত্র ৬.১৩: ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ ঢাকার তেজগাঁওস্থ এফডিসির মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ ও সুশাসন' বিষয়ে এক ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৬.১৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের নারী গণকর্মচারীদের সম্মাননা

৯ মার্চ ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮মার্চ)' উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত এক সৌজন্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেন

চিত্র ৬.১৫: 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা অটোমেশন' কর্মশালা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিলেট বিভাগের "ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন" বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

চিত্র ৬.১৬: ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ খুলনা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে খুলনা বিভাগের "ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন" বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

চিত্র ৬.১৭: যুগ্ম সচিব কামরুল হাসান ফেরদৌস-এর অবসর

৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব কামরুল হাসান ফেরদৌস-এঁর অবসর উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

চিত্র ৬.১৮: প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্তি

৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ৭২তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের অফিসারবৃন্দের উদ্দেশে ভূমি মন্ত্রণালয়ে তাঁদের সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

পরিশিষ্ট ক

Allocation of Business of Ministry of Land

1[30] MINISTRY OF LAND

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries which are under development scheme and such other fisheries which will be included in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock.
2. State acquisition and management.
3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise.
4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and revenue courts and fees taken therein.
5. Disposal of Government land and alienation of land revenue.
6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work.
7. Demarcation of boundaries.
   [2][7A. Repairs and maintenance of boundary marks.]
8. Assessment and collection of land revenue and rents.
9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and survey and settlement operations.
10. Management of government land.
11. Waste land.
12. Court of Wards and encumbered and attached estates.
13. Revenue sales.
14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act.
15. Land revenue, tauji and accounts.
16. Road and public works cess, education cess and local rates.
17. Alluvial lands.
18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local rates, valuation and revaluation offices.
19. Loans to land holders and other notables.
20. Treasury troves, escheats and revenue agents.
21. Recovery of loans.
22. State purchase operation.
23. Requisition and compulsory acquisition of land.
24. Reclamation and colonisation of waste land in general.
25. Pre-1947 compensation claims.
26. Vested and non-resident property.
27. Unclassed state forest.

28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division.
29. Secretariat administration including financial matters.
30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry.
31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
32. All laws on subjects allotted to this Ministry.
33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008.

[2] Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999.

পরিশিষ্ট খ

Ministry Of Land in SDG Mapping

Ministry Of Land's Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, Prime Minister's Office.

Ministry of Land is one of the 'Co-Lead' ministries in achieving the following target:

- 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Ministry of Land is an 'Associate Ministry' in achieving the following targets:

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

পরিশিষ্ট গ

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ

১। ভূমি মন্ত্রণালয় - minland.gov.bd

(ক) জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd

(খ) ভূমি অধিকার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা - hotline.land.gov.bd

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় – ই লাইব্রেরি (ই বুক পোর্টাল) - ebook.minland.gov.bd

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bd

(ঙ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভূমিসেবা - www.facebook.com/land.gov.bd

২। ভূমি সংস্কার বোর্ড - www.lrb.gov.bd

৩। ভূমি আপীল বোর্ড - www.lab.gov.bd/

৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - www.dlrs.gov.bd

৫। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - www.latc.gov.bd

৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd

*জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো – 'land.gov.bd' এর এন্ড্রয়েড এপ '**ভূমিসেবা (VumiSeba)**' গুগল প্লে স্টোরে আছে।

** জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd এ ই-নামজারি ও আর এস খতিয়ান সহ যাবতীয় ভূমি সেবা সমূহ পাওয়া যায়।

ভূমি সেবা হটলাইন: ১৬১২২

ভূমি মন্ত্রণালয়

উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা...